জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ফ্রি টিকিটে লাগাম

মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে অনলাইন টিকিট বুকিংয়ে লাগাম টানল রাজ্য। অনলাইনে বুক করা যাবে মাত্র ৩০%। বাকি ৭০% থাকবে অফলাইনের জন্য



ঠান্ডা পড়ছে

বুধ বা বৃহস্পতিবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জমিয়ে ঠান্ডা অনুভূত হবে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দু-একটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে

গণিতের দুনিয়ায় কলকাতার মেয়ের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি



বেসরকারি সংস্থাকে ঢোকাতে হাওড়ায় টানা ২২ দিন দুধ বন্ধ



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৬৯ • ২৩ নভেম্বর, ২০২৬ • ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ • সোমবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 169 • JAGO BANGLA • MONDAY • 23 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

গ্রেফতার চেয়ে কালীঘাট থানায় এফআইআর তৃণমূলের

সঙ্গী পুলিশ, থানাতেই কমিশনের কাগজে জালিয়াতি বেইমানদের

প্রতিবেদন: হলফনামায় জাল সই করে তা নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছে বেইমান বালিশ শিবির। আর এই কাজে তাদের দোসর পুলিশের একাংশ। এই অভিযোগ জানিয়ে রবিবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ ও কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী কলকাতার কালীঘাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যেখানে ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে জাল নথি এবং হলফনামা জমা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। সেই সঙ্গে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাদের অভিযোগপত্রে নানুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) সঞ্জয় সরকার এবং সাব-ইন্সপেক্টর গোলক ঘোষ, গদ্দার তথা চাটন শিবিরের দুই বিধায়কের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও নানুর থানার অন্যান্য কর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের এই ষড়যন্ত্র ও জালিয়াতিতে জড়িত থাকার অভিযোগও আনা হয়েছে।

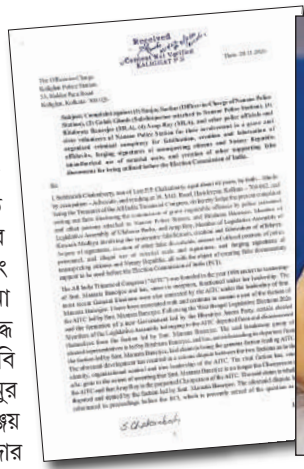



অভিযোগে বলা হয়েছে, ২৩ থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে নানুর থানা এবং পুলিশ আধিকারিকদের ব্যবহার করে নির্বাচন কমিশনে গদ্দার তথা বালিশ শিবির নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি ও সমর্থন দেখানোর উদ্দেশ্যে হলফনামা জাল করার একটি পরিকল্পনা করে এবং জাল হলফনামা তৈরির অভিযান চালানো হয়।

আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, এই কাজের জন্য আশপাশের গ্রামগুলির ভোটার তালিকা সংগ্রহ করে সেখান থেকে নাগরিকদের নাম এবং ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিয়ে স্ট্যাম্প পেপারে আগে থেকে লিখে রাখা বিবৃতিতে ঢোকানো হয়। প্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়াই নথিগুলি তৈরি করা হয়। আর সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হল যে, গ্রামবাসীদের অজান্তে এবং সম্মতি ছাড়াই তাঁদের স্বাক্ষর জাল করা হয় এবং নথিগুলিকে আসল দেখানোর জন্য নোটারি পাবলিকের সিল ও স্বাক্ষরও জাল করা হয়েছে।

অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক এবং দুই বিধায়কের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ তুলে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২০২৩-এর ৬১(২), ১৯৮, ২০১, ২২০, ২৩৬, ৩৩৬, ৩৪০ এবং ৩৪১ ধারায় এফআইআর দায়ের এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

এই অভিযোগ নিয়ে আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, মাত্র সাতদিন (এরপর ১১ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



পূর্ণিমা

পূর্ণিমা চাঁদ আগলে রেখো
তোমার আলোর রোশনিকে।
পাহারা দিচ্ছে তারকারা
বন্ধ কোরো না দুয়ার তাকে।
পারলে ছুঁতে দাও।
দুর্বল রাত, কোরো না আঘাত
চন্দ্রকণার চন্দ্রবিন্দুতে
এ রাত সুন্দর বিদুষী
সে সুন্দরের নিশি বাহারে
পর্ণকুটিরের মনোহরে
একটু চমকে দিও।
বিশ্বপানে ধরার মাঝে
জীবন এসো নূতন সাজে
আকাশ ভরা ভালোবাসায়
স্বপ্নবিভোর নব বন্যায়
পূর্ণিমা তুমি ভাসো।

প্রতিহিংসার রাজনীতির জেরে ধৃত বিধায়কের ভাই



সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: গদ্দার, বেইমানদের কাছে মাথা না নোয়ালেই গ্রেফতার। আইনি হয়রানি। এভাবেই প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে। এবার মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হল ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের ভাই মোজাফফর হোসেনকে। এই ঘটনার পরই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিধায়ক বলেন, শিরদাঁড়া সোজা রেখে রাজনীতি করলেই সমস্যায় পড়তে হবে। আর তাই পুলিশ, এজেন্সি লেলিয়ে হয়রান করা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের। বিধায়ক আরও বলেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলা সাজিয়ে ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যে সালের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তখন ও ছাত্র ছিল। লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ইটাহারে তৃণমূলের সভা ঘোষণা হতেই এই হয়রানি বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক। পাশাপাশি এই গ্রেফতারির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, মোশারফ হোসেন অত্যন্ত সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক। পুলিশকে কাজে লাগিয়ে নোংরা রাজনীতি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের দমানো যাবে না। প্রসঙ্গত, বিধায়কের ভাই এবং কাপাসিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুফিয়া বিবির স্বামী হোসেন আলিকে শনিবার রাতে মালদহ জেলার ময়না এলাকা এবং ইটাহারের (এরপর ১১ পাতায়)

বিষক্রিয়া! জানতে তদন্তের দাবি

হাসপাতালে বিজেপির বিধায়ক রেখা, জল্পনা

প্রতিবেদন : কীটনাশক খেয়ে গুরুতর অসুস্থ বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র। বাইপাসের ধারে এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর রটছে, রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক প্রকাশ্যে এসে যায়। ঘটনায় নাম জড়ায় বিজেপিরই এক কর্মীর। এসব কীর্তি জানাজানি হতেই পরিবারে অশান্তি হয়। এরপরই কীটনাশক খেয়ে ফেলেন বলে শোনা যায়। সোশ্যাল মিডিয়াতেও এসব তথ্যই উঠে আসছে। বিজেপির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা না করে আসল সত্যি প্রকাশ করুক বলে দাবি করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সেইসঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। অভিযোগ, শনিবার সন্ধের পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন রেখা। তবে কোনও সরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করানো হয়নি। সোজা বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এর আগেও বারংবার বিতর্কের মুখে পড়েন রেখা। মাস দুয়েক আগে সন্দেশখালিতে শরিকি বিবাদে মারধরের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সন্দেশখালি থানার সাব ইন্সপেক্টর শাহজামান তরফদারকে প্রথমে ধাক্কা, তার পর আঙুল তুলে তর্ক করেন রেখা। শুধু তাই নয়, সন্দেশখালি থানার সাব ইন্সপেক্টরের জামার কলার ধরে বচসা করতেও দেখা যায় তাঁকে।

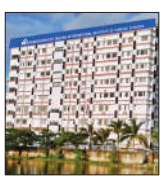

হামলাকারীরা বিজেপির লোক এখনই গ্রেফতার চাই : তৃণমূল

প্রতিবেদন : কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বহিরাগত হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারি শূন্য। এরই মধ্যে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। কিন্তু থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে কোনও অবস্থান নেই! তা নিয়েই তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন তৃণমূল। বিধায়ক কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, বিজেপির লোকেরা নতুন থ্রেট কালচার শুরু করছে। মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে ঢুকে নির্লজ্জভাবে গুন্ডামি করা হচ্ছে। তবুও তা নিয়ে একটি কথাও বললেন না স্বাস্থ্যমন্ত্রী। দোষীদের চিহ্নিত করা হলেও একজনকেও গ্রেফতার করা হচ্ছে না। কেন তাদের ধরা হচ্ছে না? কুণালের দাবি, হামলাকারীরা বিজেপির লোক। তাই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

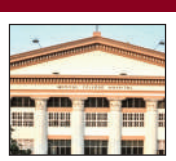

হাসপাতালের মতো জায়গায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে যখন নতুন করে প্রশ্ন উঠছে, তখনই পুরনো একটি আইন কার্যকরের পথে হাঁটল রাজ্য। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, চিকিৎসক, নার্স কিংবা অন্য কোনও স্বাস্থ্যকর্মীর উপর হামলা, হুমকি বা হেনস্থার ঘটনা আর কোনওভাবেই হালকাভাবে নেওয়া হবে না। ২০০৯ সালের সংশ্লিষ্ট আইন কার্যকর করার জন্য ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলার (এরপর ১১ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
23 November, 2026 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৭ নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯) এদিন অবিভক্ত ভারতের ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট লেখক। জীবনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে শুধু পাণ্ডিত্য ও লেখনীর জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিএ পরীক্ষায় ইতিহাসে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হলেও এমএ পড়া সম্পূর্ণ করেননি। ১৯৭০-এ ম্যাক্সমুলারের জীবনী লেখার কাজে ইংল্যান্ডে যান। তার পর আর দেশে ফেরেননি। বাংলার স্বদেশি যুগের আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠলেও জাতীয় আবেগ থেকে নিজেকে বরাবর সরিয়ে রেখেছিলেন। আবার দীর্ঘদিন সস্ত্রীক বিলাতে থাকলেও ভারতীয় নাগরিকত্ব ছাড়েননি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট উপাধি দেয়। পেয়েছেন সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, দেশিকোত্তম। বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আত্মঘাতী বাঙালি', 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ', 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' ইত্যাদি।





১৯৩০ গীতা দত্ত (১৯৩০-১৯৭২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। একসময় তামাম ভারতের মহিলা 'সিংগিং-সুপারস্টার'। লুকিয়ে-চুরিয়ে আজও বলা হয়, 'লতাকণ্ঠী, আশাকণ্ঠী হওয়া যায়। কিন্তু গীতাকণ্ঠী হওয়া যায় না।' তার কারণ, তিনি অননুকরণীয়। তাঁর স্বরযন্ত্রটা আসলে ঈশ্বরের নিজের তৈরি মোহনবাঁশি। তার সঙ্গে ভীষণ আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর সুরে রোম্যান্স, উৎসব, যন্ত্রণা, ছলনা— সব ভীষণ তীব্রভাবে বেজে উঠত। শচীনকর্তা একদা নিজেই গেয়েছিলেন শুধু ফরিদপুরের গীতার জন্য সরিয়ে রাখা একটি পল্লিগীতি। সে গান আজও যেন গীতা দত্তের জন্যই বিলাপ করে। "বাঁশি শুনে আর কাজ নাই, সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি!..."।



১৯০৭ বাণীকুমার (১৯০৭-১৯৭৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। ১৯২৮-এ একুশের যুবক বৈদ্যনাথ টাঁকশালের চাকরি ছেড়ে যোগ দেন রেডিওতে। সরকারি চাকরি ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ান, তবে তাঁকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। সাধারণ মানুষের কাছে যে ভাবে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত পঙ্কজকুমার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, সেই তুলনায় একটু হয়তো আড়ালেই থেকে গিয়েছেন বাণীকুমার। অথচ মূল অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও রচনা বাণীকুমারেরই। ১৯৩২-এ তাঁরই প্রযোজনায় সম্প্রচারিত হয় শারদ-আগমনি গীতিআলেখ্য 'মহিষাসুরমর্দিনী'। তাঁর সিদ্ধান্ত মেনেই মহালয়ার ভোরেই প্রচারিত হয়ে আসছে 'মহিষাসুরমর্দিনী'।

২০০৬ মিন্টু দাশগুপ্ত (১৯৩১-২০০৬) এদিন মারা যান। বাংলা প্যারডি গানের রচয়িতা ও শিল্পী। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশকে হাসির গানের আসরে পর্দা সরত মিন্টু দাশগুপ্তের প্যারডিতে, "প্রভু শনিবারে কোরো মোরে রাজা, আছে ঘোড়ার খবর কিছু তাজা।" চলতি হিন্দি ছবির জনপ্রিয় গানে মুহূর্তে মজাদার কথা বসিয়ে তাক লাগিয়ে দিতেন। যেমন, শাম্মি কাপুর-শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস' মুক্তি পেলে গেয়েছিলেন: 'আরে ছেলের কথা শুনে হলাম হাবা/ বলে, সিনেমায় নিয়ে চল না বাবা/ পথে পথে পোস্টার দেখি টুপির ওপর মেয়ে নাচে/ নিয়ে চল, চল, চল, চল/ অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস...' অথবা, রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুরের 'আরাধনা'র 'রূপ তেরা মস্তানা'র অনুসরণে— 'কোথায় তোমার আস্তানা/ দিয়েছিলে ভুল ঠিকানা/ কোন পাড়ার কোন মোড়ের ডাইনে-বাঁয়ে...'।



১৯৩৭ জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) এদিন প্রয়াত হন। বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানী। ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞানচর্চার জনক। বেতার যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যদিও বেতারের আবিষ্কারক হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন মার্কনি, কারণ জগদীশ বসু এটার আবিষ্কারকে নিজের নামে পেটেন্ট করেননি। আবিষ্কার করেছিলেন অতি ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ, যার থেকে তৈরি হয়েছে আজকের মাইক্রোওয়েভ, যা পরবর্তীতে 'সলিড স্টেট ফিজিক্স'-এর বিকাশে সাহায্য করেছিল। গাছ যে বাইরের আঘাতে বা তাকে উত্তেজিত করলে তাতে সাড়া দেয় সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেন জগদীশচন্দ্র।

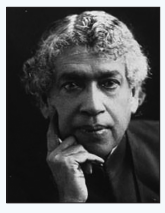



১৯২২ লিন্ডসে স্ট্রিটে এদিন গ্লোব চিত্রগৃহের উদ্বোধন হয়। প্রথম প্রদর্শিত ছবি 'অ্যাসপিরেটিং ডবল'। এখন অবশ্য 'গ্লোব' প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কর্মসূচি



রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্রভবনে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।



কেন্দ্রের ও রাজ্যের পঞ্চায়েত অঞ্চলে নানাবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বিষয়ে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের সঙ্গে আলোচনায় সাংসদ সমিরুল ইসলাম।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৮৯

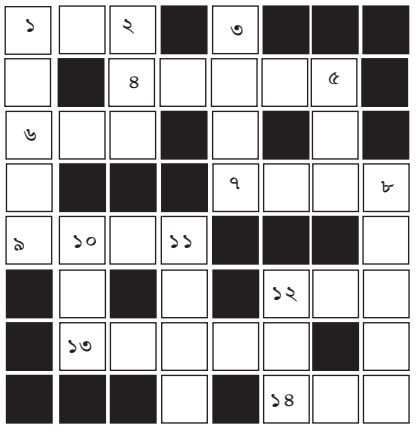

পাশাপাশি : ১. তুরকি যোদ্ধা ৪. ধনুকের শক্তি ৬. পাজি, দুষ্ট ৭. আগে থেকে জানানো হয়েছে এমন ৯. লোকজন ১২. নতুন, অভিনব ১৩. বাইরে অর্থ ও বিলাসিতার ভান আছে কিন্তু আসলে দরিদ্র এমন লোক ১৪. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

উপর-নিচ : ১. তুফানের মত বেগে গমনশীল রেলগাড়ি ২. পরাজয় ৩. ব্যাঙের ডাক ৫. প্রবাহ, ঢেউ ৮. পরিশ্রম ১০. খুশি, প্রফুল্ল ১১. কন্দর্প ১২. নখ পর্যন্ত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৮৮ : পাশাপাশি : ১. মেটে আলু ৩. সমগ্র ৫. তারা ৭. কন্ট্রোল ৮. নওশা ১০. আকাশ ১২. বালধি ১৪. দাপ ১৭. শক্কর ১৮. তনুত্যাগ।

উপর-নিচ : ১. মেচেতা ২. লুণ্ঠক ৩. সঞ্চালন ৪. গ্রহ ৬. রাধিকা ৯. ওয়াদা ১১. শবাকার ১৩. ধিক্কৃত ১৫. পরাগ ১৬. ট্যাঁশ।

নজরকাড়া ইনস্টা



■ বর্ণিনী চক্রবর্তী



■ সম্পূর্ণা লাহিড়ী

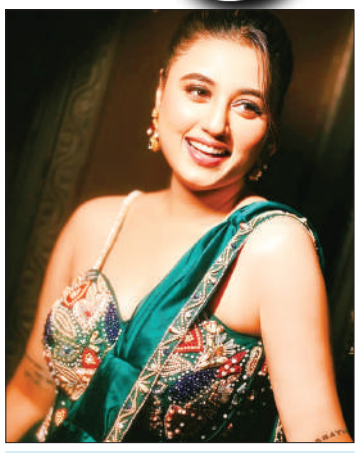

■ স্বস্তিকা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

23 November, 2026 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৩ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে ব্লু লাইনে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা। ২৩ ও ২৪ নভেম্বর রাত ১০.৫০টা পর্যন্ত মিলবে ট্রেন

একের পর এক বিপর্যয়, বিজেপি রাজ্যে বেহাল উন্নয়ন ও পরিষেবা



- নীতীশ সেতুতে বিক্ষোভ
- উত্তরবঙ্গে ভাঙল সেতু
- খানাখন্দে ভরা মহাসড়ক মোদিরাজ্যে, মৃত্যু ৭ জনের
- রাজস্থানে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কাড়ল ৯ জনের প্রাণ

প্রতিবেদন : ঘটা করে চলছে উন্নয়ন! অন্তত কেন্দ্র সরকার এই দাবি করছে। কিন্তু একের পর এক দুর্ঘটনা আবার প্রশ্নও তুলে দিচ্ছে। সড়ক নির্মাণ তো হচ্ছে। কিন্তু দুর্ঘটনা কেন আটকানো যাচ্ছে না? এবার আলিপুরদুয়ারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প, পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়ক নির্মাণকাজে ঘটে গেল বড় বিপর্যয়। শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলায় নির্মীয়মাণ ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি চার লেনের সড়কে ঘরঘরিয়াতে একটি পাকা কালভার্টের স্ল্যাব ভেঙে পড়ার ঘটনায় আহত হন নয় শ্রমিক। এর মধ্যে গুরুতর জখম চার শ্রমিক। এখানেই শেষ নয়। এই যেমন ধুমধাম করে সেতু উদ্বোধন হচ্ছে। পরেরদিনই সেই সেতুতে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করে গিয়েছিলেন বিহারের নীতীশ সেতু। রবিবারই সেই সেতুতে বিক্ষোভ দেখিয়েছে লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডি। লালুর দল জানিয়েছে, এই সেতুর উদ্বোধন আগেই হয়ে গিয়েছিল। সেই সেতুই আবার নতুন করে কেন উদ্বোধন? উন্নয়নের কথা ঢালাও করে প্রচারের জন্যই এসব করা হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফের সেতু উদ্বোধন নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে আরজেডি। দুর্ঘটনার আরও খবর প্রকাশ্যে এসেছে। গুজরাতে ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে গাড়ি! মোদির রাজ্যে ঘুরতে এসে প্রাণ হারিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের একই পরিবারের সাতজন। কচ্ছে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে তিন শিশু সহ দুই মহিলা ও দুই পুরুষ। পরিবারটি সেনা পরিবার বলে জানা গিয়েছে। আবার রাজস্থানের হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন একই পরিবারের নয়জন। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মেরে দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছেন।

ঢালাও করে উন্নয়ন চলছে। দাবি করছে বিজেপি সরকার। নমুনা হল পুরনো সেতু ফের উদ্বোধন। নিয়মিত দুর্ঘটনা। যা নিয়ে বিরোধীরা সোচ্চার।

প্রবল চাপের মুখে সামান্য ক্ষতিপূরণ

প্রতিবেদন : ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে বাংলাজুড়ে প্রবল ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা। সোনার ফসল মাঠে ফেলে আসতে হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের বিজেপি সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই। দুর্যোগে শস্যহানি ও ফসল নষ্টের জন্য কৃষকদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে সরব হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। অবশেষে প্রবল চাপের মুখে রাজ্য সরকার বাধ্য হল কৃষকদের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করতে। কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণ কারা কীভাবে পাবে তার কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা নেই রাজ্যের তরফে। দায়সারা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত শুভেন্দুর সরকার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ বছরে বাংলার কৃষকরা কৃষকবন্ধু থেকে শুরু করে শস্যবমা, ফসলবিমা-সহ একাধিক খাতে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। দুর্যোগে কৃষকদের ফসল নষ্ট হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার উদারহস্তে তাঁদের পাশে থেকেছে। কিন্তু বিজেপির সরকার এক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে ছিল এতদিন। এবার তৃণমূলের চাপে শুভেন্দুর সরকার বাধ্য হল কৃষকদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করল। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য টোল ফ্রি নম্বর (১৪৪৪৭)-ও চালু করল। কিন্তু কৃষক, ভাগচাষি বা ক্ষেতমজুরেরা কারা কত ক্ষতিপূরণ পাবে, কীভাবে পাবে, তার দিশা দেখাতে পারেনি সরকার। ঘূর্ণিঝড় 'আকভানে'র প্রভাবে টানা ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য দায়সারা ২৪০ কোটি টাকার প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত রাজ্য সরকার। রাজ্য জানিয়েছে, রাজ্যের ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার কৃষক এই আর্থিক সহায়তার আওতায় আসবেন। প্রাথমিক সমীক্ষায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হেক্টর প্রতি ১৭ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। বহু-ফসলি জমির ক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ২২ হাজার ৫০০ টাকা। পাশাপাশি, যাঁদের অন্তত এক কাঠা জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদেরও ন্যূনতম ২ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্যের তরফে।

সময় চাইলেন অভিষেক

প্রতিবেদন : গত ৭ নভেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর বাড়ির সামনে অনুরাগীরা ব্যানার-কাট আউট লাগিয়ে উদযাপন করছিল। সেই সময় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা সেখানে ভাঙচুর চালায়। কালীঘাট থানায় এ-নিয়ে অভিযোগ জানান অভিষেক। তাঁর উপর হামলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলেও জানান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিষেকের থেকে তথ্য তলব করল কালীঘাট থানা। অভিষেকের আইনজীবী জানিয়েছেন, দশদিন সময়ে চেয়েছেন। জানিয়েছেন, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ১০ দিন কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তারপর জবাব দেবেন তিনি।

বেসরকারি দুধের কোম্পানিগুলিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে ফন্দি বিজেপির

সংবাদদাতা, হাওড়া : বেসরকারি দুধের কোম্পানিগুলিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে নয়া চাল চালছে শুভেন্দু সরকার। এর মধ্যে গুজরাতের দুধ কোম্পানিগুলিও রয়েছে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাশ্রয়ী মূল্যে বাংলার ডেয়ারি দুধ চালু করেছিলেন। যাতে কোনও পরিবারই পুষ্টি থেকে বঞ্চিত না হয়। গত ২২ দিন ধরে হাওড়ায় সরকারি দুধের ডিপো বাংলার ডেয়ারির (পূর্বতন মাদার ডেয়ারি) বুথে লিকুইড দুধের সাপ্লাই বন্ধ। যার জেরে দুর্ভোগে পড়েছেন বহু মানুষ। ক্ষমতায় আসতেই বাংলার ডেয়ারি দুধ তুলে দেওয়ার ফন্দি আঁটছে নতুন সরকার।



জানা গেছে, ২৯ অক্টোবরের পর থেকে লিকুইড লুজ দুধ সাপ্লাই হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেছে। আগাম কোনও নোটিশও এই নিয়ে দেওয়া হয়নি।

অমিত গিরি নামে বাংলার ডেয়ারির এক লাইসেন্স হোল্ডার জানান, লুজ লিকুইড দুধ ৪০ টাকা লিটার ছিল। ২৮ অক্টোবর সেই দাম বেড়ে ৪৫ টাকা করা হয়। কিন্তু তার পরের দিন থেকেই ওই দুধ আসা বন্ধ হয়ে যায়। প্যাকেট দুধের দাম ৬৪ টাকা লিটার। বেশি দামের ওই দুধ বাধ্য হয়ে মানুষকে কিনতে হচ্ছে। অনেকে আবার দুধ না কিনেই ফিরে যাচ্ছেন। বাংলার ডেয়ারির কন্ট্রোল রুমে ফোন করেও কোনও সদুত্তর মেলেনি।

দুধের মতো অত্যাবশ্যকীয় একটা দ্রব্যের ২২ দিন ধরে সরবরাহ বন্ধ। অথচ প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। কিন্তু বহু মানুষ লিকুইড এই লুজ দুধের ওপর নির্ভরশীল। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সংস্থা বাংলার ডেয়ারির এইরকম বেহাল পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার মানুষ। তাঁরাই বলছেন, বেসরকারি দুধ কোম্পানিগুলিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে এটা করা হয়েছে। ফলে বেশি দাম দিয়ে মানুষকে প্যাকেট দুধ কিনছে।

বিশ্বদরবারে ফের বাংলার মেয়ে নীনার জয়জয়কার



প্রতিবেদন : বিশ্বদরবারে ফের উজ্জ্বল বাংলা। গণিতের দুনিয়ায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক স্তরে বিরাট সম্মান অর্জন করলেন কলকাতার মেয়ে তথা প্রখ্যাত গণিতবিদ অধ্যাপক নীনা গুপ্তা। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা টাইম-এর প্রথমবারের মতো প্রকাশিত ভারত-কেন্দ্রিক বিশেষ তালিকা টাইম ১০০ নেক্সট ইন্ডিয়া ২০২৬-এর 'হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স ইনোভেটর্স'- স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান উদ্ভাবক বিভাগে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর এই ঐতিহাসিক সাফল্যে গর্বিত গোটা বাংলা তথা ভারত।

বর্তমানে কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক নীনা গুপ্তা। ২০১৪ সালে মাত্র ৩০ বছর বয়সে বীজগাণিতিক জ্যামিতি-র একটি অত্যন্ত জটিল এবং প্রায় সাত দশক ধরে অমীমাংসিত থাকা গাণিতিক সমস্যা, জারিস্কি ক্যানসেলেশন প্রবলেম-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণের সমাধান করে বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দেন। ১৯৪৯ সালে মার্কিন গণিতবিদ অস্কার জারিস্কি এই জটিল প্রশ্নটি তুলেছিলেন। সহজ কথায় বলতে গেলে, দুটি আলাদা জ্যামিতিক কাঠামোর সঙ্গে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করার পর যদি সেগুলি দেখতে বা গঠনে একই রকম হয়ে যায়, তবে মূল কাঠামো দুটিও শুরুতে এক ছিল কি না—তা নিয়েই ছিল এই ধাঁধা। নীনা অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ত্রিমাত্রিক বা তার বেশি ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট শর্তে এই ধারণা সব সময় সত্যি হয় না। কলকাতায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা নীনার ছোটবেলা থেকেই অঙ্কের ধাঁধা সমাধানের প্রতি ছিল গভীর টান। স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিপূর্বেই একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার তাঁর ঝুলিতে এসেছে। ২০১৯ সালে দেশের অন্যতম সেরা বিজ্ঞান সম্মান শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার, ২০২১ সালে রামানুজন পুরস্কার এবং ২০২৪ সালে ইনফোসিস পুরস্কারে সম্মানিত হন তিনি।

এবার টাইম ১০০ নেক্সট ইন্ডিয়া ২০২৬-এর তালিকায় স্থান পাওয়া তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা ও মেধার এক নতুন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। অঙ্ককে ভয় না পেয়ে কীভাবে নতুন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়, অধ্যাপক নীনা গুপ্তার এই জীবনযাত্রা আগামী প্রজন্মের তরুণ গবেষক এবং বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহী পড়ুয়াদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

মঙ্গলে শুরু শীতের আমেজ, ঢুকবে উত্তুরে হাওয়া

প্রতিবেদন : অবশেষে কমল বৃষ্টি। মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার ভোলবদল। রবিবার থেকেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। ভোরের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। এরপর পরবর্তী তিন দিনে ধাপে ধাপে ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। অর্থাৎ বুধবার বা বৃহস্পতিবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জমিয়ে ঠাণ্ডা অনুভূত হবে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দু-একটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার থেকে রাতের পারদ উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করবে। শীত পড়বে কলকাতা সহ জেলায় জেলায়। যদিও আবহাওয়া মোটের উপর শুকনো থাকবে। সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জন্যেও আপাতত আর কোনও সতর্কতা নেই। উত্তরবঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে নতুন কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। তবে সোমবার পর্যন্ত সব জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ বার রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশেই ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস। নিম্নচাপের প্রভাব কেটে যাওয়ায় উত্তুরে হাওয়া প্রবেশে আপাতত আর কোনও বাধা থাকছে না। ফলে বাতাসে শীতের আমেজ অনুভূত হতে পারে। সেইসঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতাও অনেকটা কমবে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

23 November, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জালিয়াতি প্রকাশ্যে

নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হলফনামায় জাল সই। সৌজন্যে বালিশ শিবির এবং পুলিশের একাংশ। এই অভিযোগ নিয়েই রবিবার কালীঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ ও কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী। তৃণমূলের স্পষ্ট দাবি, অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি দেওয়া হোক। অভিযোগপত্রে নানুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি সঞ্জয় সরকার ও সাব ইন্সপেক্টর গোলক ঘোষ অভিযুক্ত। তার সঙ্গে বেইমান-গদ্দার দুই বিধায়ক। গত ২৩ থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে নানুর থানা এবং তাদের আধিকারিকদের ব্যবহার করে নিজেদের সমর্থনের শক্তি ও সমর্থন দেখানোর জন্য জাল হলফনামা তৈরি করা হয়েছে। এই সব জাল হলফনামা তৈরির জন্য আশপাশের গ্রামে ভোটার তালিকা থেকে নাগরিকদের নাম ও ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিয়ে স্ট্যাম্প পেপারে আগে থেকে লিখিয়ে রাখা বিবৃতিতে ঢোকানো হয়েছে। গুরুতর অভিযোগ হল গ্রামবাসীদের অজান্তে এবং সম্মতি ছাড়াই এই স্বাক্ষর জাল করা হয় এবং নথিগুলিকে আসল দেখানোর জন্য নোটারি পাবলিকের সিল ও স্বাক্ষর ও জাল করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২), ১৯৮, ২০১, ২২০, ২৩৬, ৩৩৬, ৩৪০ এবং ৩৪১ ধারায় এফআইআর দায়ের করে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দু'দিন আগেই স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, সাতদিন অপেক্ষা করুন, তৃণমূল কংগ্রেস ও তার জোড়া ফুল প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আছে এবং থাকবে। সাতদিনের মধ্যে বড় পর্দায় মিডিয়ার সামনে দেখানো হবে কীভাবে থানার ভিতরে বসে হলফনামা জাল করা হয়েছিল। জালিয়াতদের মুখোশ খুলতে আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা।

e-mail থেকে চিঠি

SIR এখনও মানুষ মেরে চলেছে, কোর্ট কমিশন সবাই বধির

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া এবং সেই সূত্রে প্রতিবেশীদের লাগাতার মানসিক চাপ ও ভীতি প্রদর্শনের জেরে আত্মঘাতী হলেন এক মহিলা। মৃতার নাম বানু বেগম (৪৩)। শুক্রবার ধূপগুড়ি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিজ বাসভবন থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।কেন গলায় ফাঁস দিলেন বানু বেগম? এসআইআর সংক্রান্ত কারণে ভোটার তালিকা থেকে বানু বেগমের নাম বাদ পড়েছিল। সেই থেকেই গত কয়েক মাস ধরে তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এর পাশাপাশি ভোটার তালিকায় নাম না থাকার বিষয়টিকে হাতিয়ার করে স্থানীয় কয়েকজন প্রতিবেশী তাঁকে নিয়মিত কটূক্তি করতেন এবং মানসিক ভাবে হেনস্থা করতেন। এমনকী, তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন এমন কথা বলেও ভয় দেখানো হত। ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় এবছর ভোট দিতে পারেননি বানু। সেই নিয়ে ও খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল। পাশাপাশি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা এবং রেশন থেকেও বঞ্চিত হয় তিনি। এর ওপর মাঝেমধ্যেই প্রতিবেশীরা বাড়িতে এসে নানা ধরনের কটু কথা শুনিয়ে যেত। এসবের মিলিত ফল এই আত্মহনন। ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম বাদ পড়ার ঘটনা এবং সেই সুযোগে একটি বিশেষ মহলের বিভাজন ও ভীতি প্রদর্শনের রাজনীতিই একের পর এক নাগরিকের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। সন্দেহ নেই, শাসক দলের মদতে এলাকায় যে আতঙ্ক ও বিভাজনের বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে, তারই বলি বানু বেগম। অবিলম্বে এই জিনিস বন্ধ হওয়া দরকার। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের নাম অবিলম্বে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

— **শিবাশিস মণ্ডল, পাটুলি, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলার রাজনীতিতে নিরাপদ বিরোধিতার সমীকরণ

সিপিএম খেদানো লোকগুলোর সেবাদাস হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের বলছি। একটু শুনবেন, প্লিজ। লিখছেন **বিধায়ক দাশ পুরকায়স্থ**

গণতন্ত্রে বিরোধী দলের কাজ শুধু শাসকের সমালোচনা করা নয়; ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা, জনস্বার্থে জবাবদিহি দাবি করা এবং একটি বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প নির্মাণ করা। কিন্তু বিরোধিতা যখন ক্ষমতার কাছে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠার পরিবর্তে রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকে, তখন প্রশ্ন ওঠে—শাসক কি সত্যিই বিরোধী চায়, নাকি চায় নিজের পছন্দমতো বিরোধী?

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজোর সময় বামপন্থীদের বইয়ের স্টলে হামলা ও বাধার ঘটনা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। বই বিক্রি, মতপ্রকাশ এবং সাংস্কৃতিক পরিসরে রাজনৈতিক মতাদর্শের উপস্থিতি গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু এই ঘটনার পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্ন জরুরি—বাংলার বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটের তুলনায় বামপন্থীদের আন্দোলনের অগ্রাধিকার কতটা বিস্তৃত? ভোটাধিকার, শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, শিল্পের ভবিষ্যৎ, আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার, জমি-জীবিকা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রশ্নে তাদের আন্দোলন কতটা ধারাবাহিক ও কার্যকর?

বইয়ের স্টল রক্ষার লড়াই অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই লড়াই বৃহত্তর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠলেই তার রাজনৈতিক তাৎপর্য পূর্ণতা পাবে।

এবার আসা যাক আরও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমীকরণে। বিজেপির কাছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট কি সমান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ? বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থান ও সাংগঠনিক চরিত্রের বিচারে এই প্রশ্নের উত্তর একরকম নাও হতে পারে। তৃণমূলের রয়েছে বিস্তৃত সামাজিক ভিত্তি, আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিচিতি এবং দীর্ঘদিনের ক্ষমতাসীন থাকার অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে, বামফ্রন্টের ঐতিহাসিক পরিচিতি থাকলেও তার বর্তমান সাংগঠনিক ও নির্বাচনী শক্তি অনেকটাই সংকুচিত।

ফলে বিজেপির কাছে তৃণমূলকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল করে দেওয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত লক্ষ্য হতে পারে। কারণ তৃণমূল একটি বলিষ্ঠ, সংগঠিত ও জনভিত্তিসম্পন্ন বিরোধী শক্তি হিসেবে ক্ষমতাসীন বিজেপিকে ধারাবাহিকভাবে চ্যালেঞ্জ করার সামর্থ্য রাখে। তুলনায় দুর্বল বামফ্রন্টের উপস্থিতি রাজনৈতিক বহুত্বের চেহারা বজায় রাখলেও ক্ষমতার জন্য সমপর্যায়ের চ্যালেঞ্জ তৈরি নাও করতে পারে।



> তৃণমূল একটি বলিষ্ঠ, সংগঠিত ও জনভিত্তিসম্পন্ন বিরোধী শক্তি হিসেবে ক্ষমতাসীন বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করার সামর্থ্য রাখে। তুলনায় দুর্বল বামফ্রন্টের উপস্থিতি রাজনৈতিক বহুত্বের চেহারা বজায় রাখলেও ক্ষমতার জন্য সমপর্যায়ের চ্যালেঞ্জ তৈরি নাও করতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে একটি অস্বস্তিকর সম্ভাবনা সামনে আসে—তৃণমূলকে সর্বতোভাবে প্রতিহত করতে গিয়ে বিজেপি কি বামপন্থীদের রাজনৈতিক পরিসর ফিরে পাওয়ার সুযোগ করে দিতে আগ্রহী হতে পারে? প্রয়োজনে কি স্থানীয় বা কৌশলগত স্তরে সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনাও রাজনৈতিক হিসাবের অংশ হতে পারে? এর অর্থ এই নয় যে এমন কোনও গোপন আঁতাতের প্রমাণ রয়েছে। বরং প্রশ্নটি হল, রাজনৈতিক ফলাফল ও পারস্পরিক স্বার্থের বিচারে এমন সমীকরণ কারও কাছে সুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে কি না।

'Safe Opposition' বা নিরাপদ বিরোধিতার ধারণাটি এখানেই প্রাসঙ্গিক। শাসকের কাছে এমন বিরোধী শক্তি তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক হতে পারে, যার উপস্থিতি গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার চেহারা বজায় রাখে, কিন্তু ক্ষমতার ভিতকে কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি তার নেই। অথচ তৃণমূলের মতো একটি সংগঠিত আঞ্চলিক শক্তিকে প্রতিহত করার রাজনৈতিক প্রয়োজন শাসকের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এই কৌশল স্বল্পমেয়াদে রাজনৈতিক সুবিধা এনে দিলেও দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। কারণ বিরোধী দলকে দুর্বল করা, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র সংকুচিত করা এবং তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক বিরোধী শক্তিকে পরোক্ষভাবে জায়গা করে দেওয়া—এসবের ফলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক জবাবদিহিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাজ্যের মানুষের বিকল্প রাজনৈতিক মত প্রকাশের অধিকারও।

তবে বামপন্থীদেরও আত্মসমালোচনার দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। চৌত্রিশ বছরের শাসনকালের ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিবাচক উত্তরাধিকারের পাশাপাশি নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর এবং তাপসী মালিকের মর্মান্তিক পরিণতি তাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায় স্বীকার না করে নতুন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন সম্ভব নয়। সাময়িক জনসহানুভূতি রাজনৈতিক পুনরুত্থানের বিকল্প হতে পারে না; তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক ভিত্তি পুনর্গঠন, নতুন নেতৃত্ব এবং মানুষের জীবনসংকটের সঙ্গে যুক্ত কার্যকর কর্মসূচি।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি কোনও একটি দলের রাজনৈতিক সুবিধা বা অসুবিধার নয়। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের কাজ শাসকের পছন্দমতো সীমার মধ্যে থাকা নয়; বরং শাসকের সিদ্ধান্ত, নীতি ও ক্ষমতার প্রয়োগকে নিরন্তর প্রশ্ন করা। যে বিরোধিতা ক্ষমতাকে অস্বস্তিতে ফেলে না, মানুষের অধিকার রক্ষায় ধারাবাহিক ভূমিকা নেয় না এবং বিকল্প নির্মাণে ব্যর্থ হয়, তার দৃশ্যমানতা গণতন্ত্রের শক্তির প্রমাণ নয়।

গণতন্ত্রে বিরোধী দল প্রয়োজন, কিন্তু শাসকের পছন্দমতো বিরোধী নয়। প্রয়োজন এমন বিরোধিতা, যা ক্ষমতার অনুমোদন নিয়ে নয়—জনগণের অধিকার ও আস্থার শক্তিতে দাঁড়িয়ে শাসককে জবাবদিহির মুখোমুখি করে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

23 November, 2026 • Monday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫

২৩ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

আগামী ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবস। রাজ্যের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হবে দিনটি

স্বৈরতান্ত্রিক পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিএমের অবস্থান বিভ্রান্তিকর

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির অস্থির এবং সঙ্কটাপন্ন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে সবথেকে বেশি উচ্চারিত এবং চর্চিত একটি বিষয় হল বিরোধী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা। এই অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং জরুরি নিরিখে 'সময়ের দাবি, সিপিএমের দায়বদ্ধতা' শীর্ষক আলোচনাটি শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, বরং ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় গণতন্ত্র, সংবিধান এবং ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো আজ এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন, যেখানে কেন্দ্রে আসীন একটি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী এবং ফ্যাসিবাদী সরকার দেশের সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকে প্রতিনিয়ত অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে খর্ব করে চলেছে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আজ তীব্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন সমানভাবে চলছে। বাংলায় নতুন সরকার (অবৈধ!) আসার ৬ মাসের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর লাগাতার আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, এবং পাশাপাশি মুসলিমদের জমির অধিকার-সহ নাগরিকত্বের নানা বিষয় কেড়ে নেওয়ার আইনি ও বেআইনি চেষ্টা চলছে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও দেশের সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম, রান্নার গ্যাসের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সাবসিডি বা ভর্তুকি তুলে দেওয়ার মতো চূড়ান্ত জনবিরোধী পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা আজ প্রবল সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নির্লজ্জভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং বিচারব্যবস্থার মতো পবিত্র প্রতিষ্ঠানকেও অবমাননা করার অভিযোগ উঠছে। এই দমবন্ধ করা, স্বৈরতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে একথা খুব স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বিরোধী সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি যদি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়, তবে আগামী দিনে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোটি পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। সহজ কথায় বলতে গেলে, ভারতকে যদি জিততে হয়, তবে সর্বাগ্রে বিরোধী দলগুলির তৈরি করা ইন্ডিয়া (I.N.D.I.A) জোটকে শক্তিশালী হতে হবে। আর এই বিরোধী জোটকে একটি মজবুত ভিত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের যেমন একটি অত্যন্ত বড় এবং নির্ণায়ক ভূমিকা রয়েছে, ঠিক তেমনি বামপন্থী দলগুলির, বিশেষ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিএমের একটি বিরাট ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং দার্শনিক চাণক্য বা কৌটিল্য তাঁর বিখ্যাত মণ্ডল তত্ত্বে কূটনীতির একটি অমোঘ কথা বলে গেছেন, আর তা হল— 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র!' বর্তমান ভারতের এই জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চাণক্যের এই নীতির প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে, কারণ বর্তমানে একটি বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্যাসিবাদী শক্তির মোকাবিলা করতে গেলে বিরোধী দলগুলোর মধ্যেকার সমস্ত ভেদাভেদ, অতীত রাজনৈতিক শত্রুতা এবং ইগোর লড়াই ভুলে বৃহত্তর ঐক্যের পথে হাঁটা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, দেশের এই চরম সঙ্কটের সময়েও পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের ভূমিকা প্রবল বিভ্রান্তিমূলক এবং তাদের এই অবিবেচক রাজনৈতিক অবস্থান বিরোধী ঐক্যকে শক্তিশালী করার বদলে আদতে তাকে দুর্বল করে তুলছে। জাতীয় স্তরে বিরোধী জোটের অন্যতম শরিক হওয়া সত্ত্বেও, সিপিএম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে। তারা কেরলমে সরাসরি জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক ও নির্বাচনী লড়াই করছে, আবার পশ্চিমবঙ্গে সেই একই কংগ্রেসের সঙ্গেই নির্বাচনী জোট বেঁধে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছে; আবার বিহার বা অন্ধ্রপ্রদেশে তাদের রাজনৈতিক সমীকরণ ও মিত্রতার হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা। রাজনৈতিক এই দ্বিচারিতার সবথেকে বড় এবং ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনকে রোখার ক্ষেত্রে মূল এবং সবথেকে শক্তিশালী শক্তি হল তৃণমূল কংগ্রেস, অথচ সিপিএম এখানে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব প্রমাণের তাগিদে মূল শত্রুকে ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র এবং বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বের এই লাগাতার তৃণমূল-বিরোধী প্রচার প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী ভোটব্যাঙ্ককে খণ্ডিত করছে এবং দিন-শেষে পরোক্ষভাবে তা সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতকেই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে শক্ত করছে।



সিপিএমের এই চরম অনমনীয়, একগুঁয়ে এবং বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতাবিবর্জিত অবস্থানের গভীর সমালোচনা করতে গেলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে তাদেরই নিজেদের দলের ইতিহাসের দিকে।

তথ্য এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল অনুযায়ী, ১৯৬৪ সালে মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায় এবং জন্ম নেয় সিপিআই(এম) বা সিপিএম। সেই বিভাজনের সময় এবং তার পরবর্তী বেশ কয়েক বছর এই দুই বামপন্থী দলের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক তিক্ততা ছিল, যা বহু ক্ষেত্রে চরম রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক হিংসার রূপও নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পরবর্তীতে যখন ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটতে শুরু করে, তখন এই দুই যুযুধান দল নিজেদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থেকে সময়ের দাবিকে মান্যতা দিয়েছিল। তারা দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিজেদের মধ্যেকার সমস্ত তিক্ততা, হিংসা এবং বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বামফ্রন্ট গঠন করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, বৃহত্তর রাজনৈতিক শত্রুকে পরাস্ত করতে গেলে ঐক্যের কোনও বিকল্প নেই। স্বাভাবিকভাবেই আজ এই প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে আসছে যে, যদি ষাটের দশক এবং তার পরবর্তী সময়ে সিপিআই এবং সিপিএম নিজেদের চূড়ান্ত তিক্ততার ইতিহাস ভুলে একসঙ্গে বামফ্রন্ট গঠন করে দীর্ঘ সময় জোট রাজনীতি করতে পারে, তবে আজকের এই চরম ফ্যাসিবাদী সঙ্কটের দিনে দাঁড়িয়ে কেন তারা বৃহত্তর স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে একমঞ্চে এসে বৃহত্তর ইন্ডিয়া জোট গড়তে পারবে না?

ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ে জোট সরকার গঠন এবং তাতে বামপন্থীদের, বিশেষত সিপিএমের অংশগ্রহণের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল। ১৯৮৯-৯০ সালের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যখন কেন্দ্রে ভি পি সিংয়ের নেতৃত্বে ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা জাতীয় মোর্চার সরকার গঠিত হয়, তখন সেই সরকারকে বাইরে থেকে একযোগে সমর্থন জুগিয়েছিল বিজেপি এবং সিপিআই ও সিপিএম উভয়েই। এরপর ১৯৯৬-'৯৭ সালে এইচ ডি দেবেগৌড়া এবং পরবর্তীতে ১৯৯৭-'৯৮ সালে আই কে গুজরালের নেতৃত্বে কেন্দ্রে যে ১৩টি দলের ইউনাইটেড ফ্রন্ট বা যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল, সেই জোটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সিপিআই এবং সিপিএম, এবং সেই সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল জাতীয় কংগ্রেস। এই জোট রাজনীতির ইতিহাস ঘাঁটলে একটি বড় আক্ষেপ এবং রাজনৈতিক ব্যর্থতার জায়গাও উঠে আসে। সেই সময় রাজনৈতিক সমীকরণের নিরিখে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা জ্যোতি বসুর সামনে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এক বিরাট সুযোগ তৈরি হয়েছিল। দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সেই চূড়ান্ত ঐতিহাসিক মুহূর্তে সিপিএম তাদের দলীয় কাঠিন্য এবং মতাদর্শগত গোঁড়ামির কারণে জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনুমতি দেয়নি। বৃহত্তর স্বার্থে দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার যে সময়ের জোরালো দাবি সেদিন তৈরি হয়েছিল, সিপিএম তাকে অস্বীকার করেছিল, যাকে পরবর্তীকালে স্বয়ং জ্যোতি বসু একটি 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

পরবর্তীকালে ভারতের জোট রাজনীতির ক্ষেত্রে সিপিএমের সবথেকে বিতর্কিত এবং সমালোচিত অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল ২০০৪ থেকে ২০০৮ সালের প্রথম ইউপিএ (UPA-I) সরকারের শাসনকালে। ২০০৪ সালে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন দিয়েছিল সিপিআই এবং সিপিএম। কিন্তু এই জোট সরকারের ছন্দপতন ঘটে ২০০৮ সালে ইন্দো-মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তি বা ১২৩ চুক্তির (123 Treaty) প্রেক্ষাপটে। ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব বিজয় গোখেল তাঁর লেখা 'দ্য লং গেম : হাউ দ্য চাইনিজ নেগোশিয়েট উইথ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে এই সময়কার এক অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ভূ-রাজনৈতিক তথ্য সামনে এনেছেন। বিজয় গোখেল নিজে ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ভারতের বিদেশ মন্ত্রকে যুগ্ম সচিব (পূর্ব এশিয়া) হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং চিনের সাথে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ও আলোচনার বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে দেখভাল করতেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি দাবি করেছেন যে, ভারত ও আমেরিকার মধ্যেকার এই ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তিটি বানচাল করার জন্য চিন ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী বিরোধী বাতাবরণ বা 'ডোমেস্টিক অপোজিশন' তৈরি করার গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল। অভিযোগ ওঠে যে, চিনের এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে ভারতের বামপন্থী দলগুলি (এরপর ছয়ের পাতায়)



দেশের চরম সঙ্কটের সময়েও পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের ভূমিকা প্রবল বিভ্রান্তিমূলক এবং তাদের এই অবিবেচক রাজনৈতিক অবস্থান বিরোধী ঐক্যকে শক্তিশালী করার বদলে আদতে তাকে দুর্বল করে তুলছে। জাতীয় স্তরে বিরোধী জোটের অন্যতম শরিক হওয়া সত্ত্বেও, সিপিএম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে। লিখছেন তৃণমূল মুখপাত্র প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

রাজ্য
23 November, 2026 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মায়ের খুনের মামলার একমাত্র সাক্ষী। বাবার জামিনের পরেই উদ্ধার ১৫ বছর বয়সী মেয়ের ঝুলন্ত দেহ। সোনারপুরে চাঞ্চল্য

২৫ বছরের চুক্তিতে প্রশ্নের মুখে পড়ল স্বচ্ছতা

চুপিসারে এবার রাজ্যের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও ঢুকে পড়ল আদানিরা

প্রতিবেদন : হাসপাতাল, গভীর সমুদ্রবন্দরের পর এবার বাংলার বিদ্যুৎ বণ্টনের রাশও কর্পোরেট জায়ান্টের হাতে!

জল্পনাটা বেশ কিছুদিন ধরেই বাতাসে ভাসছিল, এবার তাতেই সিলমোহর পড়ল। কোনও ঢাকঢোল না পিটিয়ে, কার্যত চুপিসারেই এবার পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে জাঁকিয়ে বসল আদানি গোষ্ঠী। আগামী ২৫ বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহের বরাত নিজেদের ঝুলিতে পুরে নিয়েছে তারা। গোষ্ঠীর তরফে জানানো হয়েছে, তাদের শাখা সংস্থা 'পাওয়ারপ্লাস ট্রেডিং সলিউশন্স' আগামী আড়াই দশক ধরে রাজ্যের বণ্টন সংস্থাকে ২৫০০ মেগাওয়াট পরিবেশবান্ধব ও পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ বিক্রি করবে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এত বড় একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি রাজ্যের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সেরে ফেলা হয়েছে, অথচ গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে তেমন কোনও আলোচনাই হল না। নবান্ন বা বিদ্যুৎ দফতরের অন্দরে নীরবেই চূড়ান্ত হয়ে গেল বাংলার বিদ্যুৎ ভবিষ্যতের একটি বড় অংশ। সূত্রের দাবি, প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমেই নাকি এই বরাত জিতেছে আদানি গোষ্ঠী। কিন্তু দরপত্রের শর্তাবলী কী, ইউনিট পিছু বিদ্যুতের দাম কত ধার্য হল, কিংবা আগামী ২৫ বছর ধরে এর জেরে রাজ্যের সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঘাড়ে বাড়তি মাশুলের বোঝা চাপবে কি না— সে সব নিয়ে কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৮ সালের পয়লা জুলাই থেকে ১৭৫০ মেগাওয়াট পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করবে আদানিরা। এর পাশাপাশি নতুন একটি উৎপাদন প্রকল্প গড়ে সেখান থেকে ২০২৯ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে আরও ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, আদানিদের সেই নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পটিও বাংলাতেই তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কোথায় সেই প্রকল্প হবে, কতটা জমি লাগবে, তার পরিবেশগত বা আর্থিক শর্তই বা কী— এ সংক্রান্ত বিস্তারিত কিছুই এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। এই গোপনীয়তা ও ধোঁয়াশাই এখন নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের নজর এড়াচ্ছে না গোটা ঘটনার ধারাবাহিকতা। বিজেপি সরকারের আমলে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ২০০০ শয্যার হাসপাতাল এবং গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে আগ্রহ দেখিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। প্রশাসনের আশা, আগামী দিনে আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে লগ্নি করবে তারা। অর্থাৎ বন্দর, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর পর এবার রাজ্যের অত্যাবশ্যকীয় বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও থাবা বসাল ওই কর্পোরেট গোষ্ঠী।

আদানি গোষ্ঠীর তরফে অবশ্য গালভরা বিবৃতি দিয়ে দাবি করা হয়েছে, ভারতের শক্তি ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এর ফলে রাজ্যের সামগ্রিক বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা আরও এগিয়ে যাবে ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন পরিকাঠামোকে শক্তিশালী না করে দীর্ঘ ২৫ বছরের জন্য একটি বেসরকারি কর্পোরেট গোষ্ঠীর ওপর এই বিপুল নির্ভরতা কেন? 'উন্নয়ন' ও 'পরিবেশবান্ধব বিদ্যুতে'র মোড়কে যেভাবে চুপিসারে বাংলার একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আদানিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাতে রাজ্যের বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থার স্বনির্ভরতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে রইল।

দূরপাল্লার বাসের বুকিংয়ে নতুন নিয়ম, কোপ পড়তে পারে মহিলাদের ফ্রি টিকিটে

প্রতিবেদন : দূরপাল্লার বাসের টিকিট বুকিংয়ে নয়া নিয়ম আনছে রাজ্য সরকার। এবার থেকে আর অনলাইনে যথেচ্ছ বুকিং করা যাবে না। মাত্র ৩০ শতাংশ টিকিট থাকবে অনলাইনের কোটায়। বাকি ৭০ শতাংশ টিকিট বিক্রি করবে সরকারি পরিবহণ সংস্থাগুলি। এই ব্যবস্থায় মহিলারা ফ্রিতে যাতায়াতের যে সুযোগ পেতেন, তার উপর কোপ পড়তে পারে, এমনই আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ।

পরিবহণ দফতর সূত্রের খবর, সরকারি বাসে মহিলাদের নিখরচায় যাতায়াতের সুবিধা চালুর পর বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনলাইনে টিকিট বুক করে বাসে না ওঠা বা দূরের গন্তব্যের টিকিট কেটে মাঝপথে নেমে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছিল। ফলে অনলাইনে সমস্ত আসন বুক হয়ে গেলেও বাস্তবে অনেক আসন ফাঁকাই থেকে যাচ্ছিল। এর জেরে ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে চাওয়া বহু যাত্রী টিকিট পাচ্ছিলেন না। একই সঙ্গে আর্থিক ক্ষতির মুখেও পড়ছিল পরিবহণ নিগমগুলি। বর্তমানে অনলাইনে মহিলা যাত্রীদের নাম ও মোবাইল নম্বর দিলেই বিনামূল্যে টিকিট বুক করা যায়। যেহেতু এর জন্য কোনও ভাড়া দিতে হয় না, তাই যাত্রা বাতিল বা বাসে না উঠলেও কোনও আর্থিক দায় থাকে না। সেই সুযোগের অপব্যবহার রুখতেই অনলাইন বুকিংয়ের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দফতরের দাবি, গত প্রায় পাঁচ মাস ধরে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গগামী একাধিক দূরপাল্লার বাসে এই ধরনের অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নতুন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। দফতরের আশা, এর ফলে অপব্যবহার কমবে। তবে মহিলাদের যাতায়াতের জন্য কতটা ফ্রি টিকিট মিলবে সেটাই প্রশ্ন।

নৈহাটি হাসপাতালে আগুন

প্রতিবেদন : নৈহাটির স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আগুন। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। রবিবার হাসপাতালের লেবার রুমের পাশে বন্ধ থাকা গোডাউন থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রোগীরা। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। আগুনের ধোঁয়ায় অনেকের শ্বাসকষ্টও হতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হাসপাতালের স্বাভাবিক কাজকর্ম চলাকালীন আচমকা আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। দ্রুত বাড়তে থাকে ধোঁয়া। আগুন নেভানোর কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়। রোগীদের কোনওমতে বের করে আনা হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আগুন নেভানো হয়। প্রশ্ন উঠছে, লেবার রুমের পাশে ওই গোডাউন কেন? বন্ধ থাকা অবস্থায় সেখানে আগুনই বা লাগল কী করে? হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। হতাহতের খবর মেলেনি।

স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু, বিষ খেলেন স্বামী

সংবাদদাতা, বসিরহাট : স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য বসিরহাটে। স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযোগের মধ্যেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন স্বামীও। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। বর্তমানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় স্বামীর পাশাপাশি মৃতার পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাটি বসিরহাট থানার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের জেলেপাড়া এলাকার। মৃতার নাম রনিতা দাস। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে ২৮ বছর বয়সি পেশায় মেকানিক তাপস মিত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রনিতার। তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না। রনিতার বাবা রবিন দাসের অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে পরিকল্পনা করে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, দুজনেই যদি বিষপান করে থাকেন, তাহলে জামাই সুস্থ হয়ে উঠলেও মেয়ের মৃত্যু হল কেন? সন্তান না হওয়া নিয়ে দাম্পত্য অশান্তি কিংবা অন্য কোনও পারিবারিক বিবাদ এই ঘটনার পিছনে রয়েছে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

সিপিএমের অবস্থান বিভ্রান্তিকর

(পাঁচের পাতার পর) পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল এবং চিনের প্রভাবেই তারা সংসদে পরমাণু চুক্তির বিরোধিতায় সরব হয়েছিল। এই পরমাণু চুক্তির ইস্যুটিকে কেন্দ্র করে তৎকালীন শাসক দল কংগ্রেসের সাথে বামেদের চরম মাত্রায় মতবিরোধ তৈরি হয়। ২০০৮ সালের ১০ জুলাই পরমাণু চুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য ইউপিএ-বাম কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা নির্ধারিত ছিল, কিন্তু তার আগেই বাম দলগুলির মধ্যে এক গভীর বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতি বা 'সেন্স অফ বিট্রেয়াল' জন্ম নেয়। অবশেষে, ২০০৮ সালের ২২ জুলাই সিপিআই এবং সিপিএম আনুষ্ঠানিকভাবে ইউপিএ সরকারের ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি এবং বিদেশি রাষ্ট্রের প্রভাবে সিপিএম অতীতে দেশের জাতীয় রাজনীতিতে কতটা অস্থিরতা তৈরি করেছিল।

অতীতের এই সমস্ত মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল, নীতিগত বিভ্রান্তি এবং সংকীর্ণ স্বার্থে জোট ভেঙে দেওয়ার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সিপিএমের আজ উচিত বর্তমান সময়ের দাবিকে গভীরভাবে অনুধাবন করা। আজকের দিনে ভারতের সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা করতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে ডাক দেওয়া হয়েছে, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে তাকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। সিপিএমকে বুঝতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তাদের ক্রমাগত বিভ্রান্তিমূলক প্রচার এবং বিভাজনের রাজনীতি শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদী শক্তিকেই রাজনৈতিক অক্সিজেন জোগাচ্ছে। আগামী ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচন ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য একটি মরণবাঁচন লড়াই হতে চলেছে। এই নির্বাচনে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে হলে নির্বাচনের আগে থেকেই একটি সুদৃঢ় ভোট-পূর্ববর্তী জোট (Pre-poll alliance) গঠন করা অত্যন্ত আবশ্যিক। এই সর্বভারতীয় জোটকে একটি সুনির্দিষ্ট 'সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচি' বা কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম (Common Minimum Programme)-এর ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে জোটের সমস্ত শরিক দলের দায়িত্ব এবং দেশের মানুষের জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকবে। এর পাশাপাশি, ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি কেন্দ্রে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী জোটের শুধুমাত্র একজন মাত্র প্রার্থী দেওয়ার নীতি, অর্থাৎ 'একের বিরুদ্ধে এক' লড়াইয়ের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে হবে। যদি সিপিএম তাদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ এবং অহংবোধ ত্যাগ করে এই বৃহত্তর ঐক্যের শরিক না হয়, তবে আগামী দিনের ইতিহাস তাদের কখনওই ক্ষমা করবে না। সময়ের দাবি মেনে যদি তারা ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নিজেদের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তবে ইতিহাস সিপিএমকে একটি সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের অন্যতম নীরব সহায়তাকারী হিসেবেই চিহ্নিত করবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যয়ের মুখে ধান ও সবজি চাষ

প্রতিবেদন : ঘুর্ণিঝড় আকভান-এর জেরে উপকূল অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সাগর নামখানা কাকদ্বীপ কুলতলী বাসন্তী ক্যানিং গোসাবার আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে সবজি চাষেরও। ধান পরিপক্ক হয়ে আসার কারণে ধান গাছের আগা ভারী হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় ধান গাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ধান চাষিরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এখন কীভাবে মাঠের ধান বাড়ির উঠোনে তুলবেন, তা নিয়েই তাঁরা চিন্তিত। অন্যদিকে টানা বৃষ্টির জেরে মাঠে জল জমে গেলে



শীতকালের সবজি চাষেরও বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এর প্রভাবে জেলাজুড়ে ভারী বৃষ্টি, উত্তাল নদী-সমুদ্র থাকায় সতর্ক ছিল প্রশাসন। টানা বৃষ্টিতে আমন ধানের জমিতে জল জমে যায়। ফলে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবনে খোলা হয় কন্ট্রোল রুম। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসমতো শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়ে। দিনভর বেশি মাত্রায় বৃষ্টি হয়েছে সাগরে এই বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ৭২ মিলিমিটার। এদিকে জেলা প্রশাসন, কৃষি দফতর আলাদাভাবে জেলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের উদ্যোগী হয়েছে। বিশেষ করে আমন ধান এবং শীতের সবজির ক্ষতির পরিমান জেলার কোন ব্লকে কত তা খুব তাড়াতাড়ি জানা যাবে বলে প্রশাসন সূত্রে বলা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

23 November, 2026 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২৩ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

শিলিগুড়ির গান্ধী ময়দান সংলগ্ন সার্ভিস রোডের ধারে একটি পরিত্যক্ত মর্টার শেল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জনবহুল এই রাস্তার পাশে বিস্ফোরকটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়

বিজেপির রাজত্বে ফের বিপর্যয়, ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ কালভার্ট, জখম ৯

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : কেন্দ্রের প্রকল্পে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার। নির্মাণকাজের সময়ই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পূর্ব পশ্চিম মহা সড়কে কালভার্ট। শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলায় নির্মিয়মান ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি চার লেনের সড়ক বির্পয়ে গুরুচতর জখম হয়েছেন ন'জন শ্রমিক। ঘরঘরিয়াতে একটি পাকা কালভার্টের স্ল্যাব ভেঙে পড়ার ঘটনায় আহত হন নয় শ্রমিক। জানা গেছে শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ যখন ওই কালভার্টেটির স্ল্যাব ঢালাইয়ের কাজ প্রায় শেষ করে শ্রমিকরা জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় আচমকাই সদ্য ঢালাই করা স্ল্যাবটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। গুরুতর জখম হন চার জন নির্মাণ শ্রমিক। বাকি পাঁচ জন আহত হলেও, তাঁদের চোট সামান্য। ঘটনার



এভাবেই ভেঙে পড়েছে আলিপুরদুয়ারের মহাসড়কের নির্মীয়মাণ কালভার্ট।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন প্রশাসনিক কর্তা থেকে শুরু করে দমকলকর্মী ও এনডিআরএফের জওয়ানরা। ভেঙে পড়া স্ল্যাবের নিচে কোনও শ্রমিক আটকে পড়েছেন কি-না তা খতিয়ে দেখেন দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। যে চার জন নির্মাণ শ্রমিক গুরুতর ভাবে জখম হয়েছেন, তাঁদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার পরই উঠেছে নানান প্রশ্ন। সততার বুলি আওড়ানো লুটেরা সরকারের প্রকল্পে এমন নিম্নমানের সামগ্রী কেন? সেতুর কালভার্ট তৈরির জন্য কেন শ্রমিকদের সুরক্ষার কোনও ব্যবস্থআ ছিল না? বার বার দুর্ঘটনার পরও কেন কেন্দ্র শিক্ষা নেয়নি বলেও উঠেছে বড় প্রশ্ন। জখম শ্রমিক পরিবারের সদস্যরাও এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটলে কে এর দায় নিত? অধিক সময় ধরে শ্রমিকদের কাজ করানোর মতো গুরুতর অভিযোগও উঠেছে।

বাংলাদেশি দাগিয়ে চলল বুলডোজার, ৫ সংখ্যালঘুর বাড়ি ভেঙে দিল পুলিশ

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : ধর্ম নিয়ে ন্যক্কারজনক রাজনীতি করছে বিজেপি। আর এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে পুলিশকে। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলির ঘটনা যার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। রবিবার সকাল থেকে হিলির সীমান্ত এলাকাজুড়ে চলল বুলডোজার। পুলিশি পাহারায় ভেঙে ফেলা হল একের পর এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি। এই ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে জেলাজুড়ে। বিজেপির এই রাজনীতির প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ। প্রসঙ্গত, ভোট লুট করে বিজেপি জেতার পর থেকেই কখনও বাংলাদেশি



নির্বিচারে চলছে বুলডোজার।

দাগিয়ে ডিটেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছে দেশের নাগরিককে, কখনও আবার করা হচ্ছে পুশব্যাকও। উত্তর দিনাজপুরের এক কৃষককে জোর করে অনুপ্রবেশকারী দাগিয়ে আটকে রাখা হয়েছে বাংলাদেশে। ওই ব্যক্তির মুক্তির দাবিতে তরম হয়রান হতে হচ্ছে পরিবারের সদস্যরা। এরইমধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরে এমন ঘটনায় বিজেপির বিদ্বেষের রাজনীতি ঘিরে চারিদিকে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জ্বলে উঠেছে প্রতিবাদের আগুন। হিলি সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাঁদের ওপর দিনের পর দিন চলছে অত্যাচার। সীমান্তরক্ষীদের দিয়েও তাঁদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। এখন বিজেপি লুট করে বাংলায় সরকার তৈরির পর থেকে এই অত্যাচার আরও বেড়েছে। পুলিশ লেলিয়ে চলছে নির্যতন। বাড়িতে চড়াও হয়ে যাচ্ছে পুলিশ। কোনও নোটিশ না দিয়েই নির্বিচারে ভেঙে ফলো হচ্ছে বাড়ি। এই অত্যাচার চলতে থাকলে কোথায় গিয়ে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা বসবাস করবেন? বলেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তাঁরা।

শিকেয় পথ নিরাপত্তা দুর্ঘটনায় আহত চার

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : ভরসন্ধ্যায় রায়গঞ্জের উদয়পুর কৃষি ফার্মের কাছে ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দিরের সামনে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন চারজন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি রাস্তার ধারে থাকা স্ট্রিট লাইটের বিদ্যুতের পোলে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ জাতীয়



স্বাস্থ্য মিশন এবং 'কমন রিভিউ মিশন'-এর সরকারি স্টিকার লাগানো ছিল। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে স্বাস্থ্য দফতরের দুই উচ্চপদস্থ আধিকারিক নিতাই চন্দ্র মন্ডল ও কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি এবং তাঁদের গাড়ি চালক রয়েছেন। জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে তাঁরা এসেছিলেন। নিতাইবাবুর কাঁধে এবং কৃষ্ণেন্দুবাবুর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। বর্তমানে তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

তলানিতে পরিষেবা, হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে ক্ষোভ

প্রতিবেদন : ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে শুরু করে গ্রামীন হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে উঠে আসছে অভিযোগ। এবার শিরোনামে হিরশচন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল। সাধারণ অসুখে রোগীদের রেফার করে দেওয়া, জরুরি ওষুধের ঘাটতি, ওপিডি সমস্যা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরই মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বা বিএমওএইচ আঞ্জুম আলম পারভেজের বিরুদ্ধে সরকারি কাজ ফেলে এলাকার বেসরকারি নার্সিংহোমে গিয়ে প্রসবকালীন অস্ত্রোপচার করার অভিযোগ সামনে এসেছে। এমনকি সরকারি হাসপাতালের প্রসূতিদের স্থানীয় নার্সিংহোমে পাঠানোর অভিযোগও উঠেছে।সম্প্রতি একটি নার্সিংহোম থেকে অস্ত্রোপচার সেরে বেরোনোর সময় ক্যামেরার মুখোমুখি হন বিএমওএইচ আঞ্জুম আলম পারভেজ। নার্সিংহোমে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে তিনি দাবি করেন, এলাকার এক প্রসূতির শারীরিক অবস্থা জটিল হওয়ায় পরিবারের অনুরোধে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের চেষ্টা করবেন বলে জানান। তবে একজন পদস্থ সরকারি স্বাস্থ্য আধিকারিক হিসেবে তিনি এভাবে নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচার করতে পারেন কি না, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কোনও জবাব দেননি। জেলার অতিরিক্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর হেমনারায়ণ ঝা হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে এলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর কাছে এই সমস্ত অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ জানান। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দা আসিফ করিম ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, হাসপাতালে পর্যাপ্ত ওষুধ মেলে না, চিকিৎসকদের একাংশ ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ফলে সাধারণ মানুষের সরকারি পরিষেবা পাওয়ার উপায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ঘর তৈরির আগেই আগুনে ভস্মীভূত সঞ্চয়, সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় বৃদ্ধ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ঘর তৈরির কাজ শুরু হওয়ার আগেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সঞ্চয়ের টাকা। আগুনের গ্রাসে চলে গেল পরিবারের দীর্ঘদিনের কষ্টার্জিত সঞ্চয়, বৃদ্ধ ভাতার জমানো টাকা, এমনকি বাড়িতে থাকা সোনা ও রুপোর গয়নাও। আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে দুটি পুরনো ঘর। চোখের সামনে জীবনের সমস্ত সঞ্চয় হারিয়ে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছে রহিম শেখের পরিবার।মমান্তিক এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বামনহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালমাটি আটিয়ালডাঙ্গা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ রহিম শেখের বাড়িতে আচমকাই আগুন লাগে। প্রথমে একটি ঘরে আগুনের সূত্রপাত হলেও মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের ঘরেও। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে বাড়ির দুটি ঘর। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র থেকে শুরু করে টাকা-পয়সা, মূল্যবান সামগ্রী—কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। নিমেষের মধ্যেই আগুনের গ্রাসে চলে যায় পরিবারের বহু বছরের জমানো সম্পদ।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আগুনের ভয়াবহতা দেখে প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন



নেভানোর কাজে হাত লাগান। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানেরাও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে এগিয়ে আসেন। বিএসএফ জওয়ান এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গিয়েছে দুটি ঘর এবং বাড়ির ভিতরে থাকা অধিকাংশ সামগ্রী। পরিবারের সদস্য রহিম শেখের দাবি, সম্ভবত রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। যদিও ঠিক কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর কথায়, সরকারি আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির জন্য সম্প্রতি ব্যাংক থেকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তুলে বাড়িতে রাখা হয়েছিল। সেই টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ৬০ হাজার। কিন্তু বাড়ি তৈরির কাজে লাগানোর আগেই আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল সেই টাকা। শুধু তাই নয়, সংসার চালানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে অল্প অল্প করে যে টাকা জমিয়েছিলেন, সেই সঞ্চয়ও আগুনে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরিবারের বৃদ্ধ সদস্যের জন্য জমিয়ে রাখা বৃদ্ধ ভাতার টাকাও রক্ষা করা যায়নি। রহিম শেখের মায়ের দীর্ঘদিনের জমানো সেই টাকাও আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি বাড়িতে রাখা সোনা ও রুপোর গয়নাও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে পরিবারটি।

আমার বাংলা
23 November, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



ক্ষতিপূরণ বা চাকরির প্রতিশ্রুতিই সার

কুশপুতুল নিয়ে শেষকৃত্য ক্ষুব্ধ সুজিতের পরিবারের

সংবাদদাতা, সামশেরগঞ্জ : রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানের নিহত বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলের পরিবারকে একটি চাকরি এবং ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সেই ক্ষতিপূরণ এখনও মেলেনি, উপরন্তু কয়েকমাস হয়ে গেল সুজিতের মৃতদেহও উদ্ধার করতে পারল না পুলিশ! বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঁর কুশপুত্তলিকা তৈরি করেই শেষকৃত্য করল পরিবারের লোকজন। রবিবার ধুলিয়ানে হৃদয়বিদারক ওই দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকলেন অসংখ্য এলাকাবাসী। আগস্ট মাসের শেষ দিকে সকালবেলায় নিখোঁজ হয়ে যান সুজিত। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফারাক্কা ফিডার ক্যানেল থেকে উদ্ধার হয় ওঁর একটি পায়ের অংশ। শুক্রবার ডিএনএ পরীক্ষায় সেটি সুজিতের বলে নিশ্চিত হয়।



সুজিতের কুশপুতুল নিয়ে অন্ত্যেষ্টি যাত্রা। ইনসেটে, সুজিত মণ্ডল।

তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, সুজিতকে নৃশংসভাবে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে ফরাক্কার ফিডার ক্যানেলের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ওই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতারের পর খুনের ঘটনা জানতে পারে পুলিশ। কিন্তু দীর্ঘ তল্লাশিতেও দেহের বাকি অংশ মেলেনি। এই নিয়ে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক আলোড়ন পড়ে। তৎকালীন এসডিপিওকে বদলি এবং সামশেরগঞ্জ থানার দুই পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়। পরে তদন্তের ভার দেওয়া হয় সিআইডিকে। তদন্ত চলাকালীন সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় সিআইডির হেফাজতে মৃত্যু হয় মূল অভিযুক্ত সামাউন শেখের।

এই ঘটনার পর সবচেয়ে অসহায় অবস্থা সুজিতের পরিবারের। স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত নয় বলে, আশা নিয়ে বেঁচেছিলেন স্ত্রী। কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতায় সমস্ত অপেক্ষা, যন্ত্রণা আর শোক বুকে চেপে রবিবার কুশপুত্তলিকা তৈরি করে সুজিতের শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন পরিবারের সদস্যরা। খুড়তুতো ভাই সুশীশের দাবি, পরিবারকে একটি চাকরি এবং ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। কিছুই এখনও মেলেনি। সুজিতের এক পুত্র ও কন্যা নিয়ে স্ত্রী অসহায় হয়ে পড়েছেন। সরকারের উচিত পাশে দাঁড়ানো। নিজের দলের কর্মীর সঙ্গেই যদি এই হয়, অন্যদের কী হবে, প্রশ্ন তুলছে পরিবার। স্থানীয় বিজেপি নেতা মিলন ঘোষ চেষ্টা করবেন বলে দায় এড়িয়েছেন।

জগদ্ধাত্রী বিসর্জনে পুলিশকেই পেটাল বিজেপির মত্ত দুষ্কৃতীরা

সংবাদদাতা, নদিয়া : বিজেপির রাজত্বে আবার দুষ্কৃতী-তাণ্ডব। জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা চলাকালীন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠল। শান্তিপুর থানা এলাকার ঘটনায় পুলিশের নিরাপত্তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। জানা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নদিয়ার শান্তিপুর সুত্রাগড় অঞ্চলের জগদ্ধাত্রীপুজোর শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছিল শনিবার। সেইমতো বিকেল থেকে চলছিল শোভাযাত্রা। পুলিশের দাবি, ভোররাতে সুত্রাগড় অঞ্চলের কৃষ্ণকালীতলায় বাধে হট্টগোল। ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছয় শান্তিপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। অভিযোগ, সেই মুহূর্তে মত্ত অবস্থায় একদল দুষ্কৃতী হঠাৎ পুলিশের উপর হামলা চালায় এবং পুলিশকেই মারধর শুরু করে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ। রণিত ঘোষ, পীযূষ ঘোষ, অলিভ ঘোষ ও শুভঙ্কর ঘোষের নাম পুলিশকে মারধরের ঘটনায় উঠে আসে। রবিবার ধৃতদের রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে পাঠায় পুলিশ। নগরবাবাসীর অভিযোগ, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব বেড়েছে। তারা পুলিশকেও রেয়ার করছে না। ফলে পুলিশের নিরাপত্তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

আকভানের জেরে কৃষ্ণনগরে আজ বিসর্জন জগদ্ধাত্রীর

সংবাদদাতা, নদিয়া : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নিজের মণ্ডপে অধিষ্ঠান করছেন কৃষ্ণনগরের বেশিরভাগ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। শুক্রবার ও শনিবারের ভয়াবহ দুর্যোগ পেরিয়ে অবশেষে রবিবারে সূর্যের দেখা মিলেছে। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমাগুলির মধ্যে অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিমা কৃষ্ণনগর চাষাপাড়ার বুড়িমা ও কাঠালপোঁতা বারোয়ারির ছোটমা। কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রীপুজো একদিনে সম্পন্ন হওয়ার কারণে বাসিন্দারা ভাল করে নিজেদের এলাকার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দর্শন করতে পারতেন না। এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই সুযোগ এনে দিয়েছে শহরবাসীর কাছে। শহরের সেরা জগদ্ধাত্রী প্রতিমাগুলির দর্শন তিনদিন রাতভর চলল। তবে এসব দিক দিয়ে বুড়িমা সকলের জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। এদিকে, প্রশাসনের অনুমতি পাওয়ার পরে সোমবার বুড়িমা-সহ কৃষ্ণনগরের অন্য বড় প্রতিমাগুলোর বিসর্জনের দিন নির্ধারণ হয়েছে।



শিয়াল-নিধন, অদ্ভুত যুক্তি বন বিভাগের

প্রতিবেদন : বেশ কয়েকদিন ধরেই গোয়ালতোড় জুড়ে অজানা জন্তুর আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তার জেরে এক শিয়ালকে পিটিয়ে মেরে ফেলাও হয়। বন দফতর দিয়েছে অদ্ভুত যুক্তি। বলছে, পোলট্রি ফার্মের বর্জ্য খাওয়ার ফলেই উন্মত্ত হচ্ছে শিয়াল-কুকুর! যার জেরে হামলা চালাচ্ছে গবাদি পশুর উপর। এই যুক্তি হাস্যকর লেগেছে স্থানীয়দের। সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ের ভেদুয়া ও মজুরিপাড়া এলাকায় অজানা জন্তুর আক্রমণে প্রায় ৪০-৫০টি পশু জখম হয়। সবক্ষেত্রেই দেখা যায়, পশুগুলোর শরীরে আঁচড়-কামড়ের দাগ। সেই ঘটনার জেরে একটি শিয়ালকে পিটিয়ে খুনের ঘটনাও ঘটে। বন দফতর প্রাথমিক তদন্তের পর জানায়, ভেদুয়া সংলগ্ন ১৫টি পোলট্রি ফার্মের ফেলা আবর্জনা থেকে বর্জ্য খেয়ে শিয়াল, কুকুর উন্মত্ত হয়ে গবাদিপশুর উপর হামলা চালাচ্ছে।

ইন্দাসে চোলাই-সহ ধৃত

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ইন্দাসে আট লিটার চোলাই মদ উদ্ধার। ধৃত এক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইন্দাস থানার পুলিশ ইন্দাস এলাকার ভাগাড়ের মোড়ে নজরদারি চালাচ্ছিল। সেই সময় বাস থেকে নামা এক ব্যক্তির আচরণ সন্দেহজনক হওয়ায় তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৮ লিটার চোলাই মদ। ধৃতের নাম উদয়কুমার সাহা। ইন্দাস ব্লকের আকুই গ্রামের বাসিন্দা।

সাইবার প্রতারণায় ধৃত সিপিএম নেতা

সংবাদদাতা, জয়পুর : সাইবার প্রতারণার ঘটনায় যোগসাজশের অভিযোগে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করল এক সিপিএম নেতাকে। নাম আলোক মিদ্যা। ধৃতকে রবিবার বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়পুর থানার পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের টানাদিঘি গ্রামের বাসিন্দা আলোক মিদ্যা একসময় বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের প্রভাবশালী সিপিএম নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি বালি কারবারের সঙ্গে যুক্ত হন। অভিযোগ ওই নেতা নিজের নামে একটি সংস্থা খুলে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলেন। সম্প্রতি একাধিক সাইবার প্রতারণার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে আলোক মিদ্যা নামের ওই সিপিএম নেতার বিজনেস অ্যাকাউন্টে দেশের কমবেশি ২৫৩টি সাইবার প্রতারণার অর্থের লেনদেন হয়েছে। গতকাল রাতে পুলিশ টানাদিঘি গ্রামে আলোকের বাড়িতে হানা দিয়ে গ্রেফতার করে। ধৃতের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক একাউন্ট, চেক বুক, ডেবিট কার্ড, সংস্থার চুক্তিপত্র বাজেয়াপ্ত করে।

সর্পবন্ধু রাহুলের বাড়িতে সাহায্য নিয়ে গেলেন তৃণমূল নেতা সুমন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সাপের কামড়ে অকালে প্রাণ হারানো ঝাড়গ্রামের জনপ্রিয় সর্পপ্রেমী রাহুল দণ্ডপাটের শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য সুমন সাহু। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছেলের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী এবং চার বছরের শিশুপুত্র। রবিবার গোপীবল্লভপুর-২ নম্বর ব্লকের চৈনিশোল গ্রামে রাহুলের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। পাশাপাশি পরিবারকে কিছু আর্থিক সহায়তা করেন ও রাহুলের চার বছরের পুত্রসন্তানকে কিছু জামাকাপড় তুলে দেন। অকালপ্রয়াত ওই রাহুলের বৃদ্ধ বাবা-মা ও স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি বিপদের এই দিনে পরিবারটির পাশে থেকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন সুমন। বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, কোনও কিছুর বিনিময়ে এই শূন্যস্থান পূরণ হবে না। রাহুল যেহেতু বন্যপ্রাণ নিয়ে কাজ করত, সেক্ষেত্রে সরকারের নিকট আমার বিনীত আবেদন থাকবে,যাতে সার্বিকভাবে অসহায় পরিবারটির পাশে থেকে কিছুটা হলেও সেই শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। গত মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে মনসাপুজো উপলক্ষে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী ‘ঝাঁপান’ বা সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে মমান্তিক মৃত্যু হয় ৩২ বছর বয়সী রাহুল দণ্ডপাটের। লোকালয়ে বিষধর সাপ ঢুকলেই একডাকে ছুটে যেতেন রাহুল। বিনা পারিশ্রমিকে সাপ উদ্ধার করে নিরাপদে জঙ্গলে ছেড়ে দিতেন বলে এলাকায় ‘সর্পবন্ধু’ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘রাহুল স্নেক এক্সপার্ট’ নামে পরিচিতি ছিলেন। সমাজমাধ্যমে তাঁর প্রায় দেড় লক্ষ ফলোয়ার ছিল। এর আগেও সাপ উদ্ধার করতে গিয়ে ১৩-১৪ বার সাপের কামড় খেয়েছিলেন, এমনকি তিন বছর আগে সাপের কামড়েই বাদ দিতে হয়েছিল ডান হাতের কড়ে আঙুল।



রাহুলের পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলছেন সুমন সাহু।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

23 November, 2026 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৩ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

রেল হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে গেল রোগী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় আসানসোলে। প্রায় ১৮ ঘণ্টা পরে শনিবার সকালে সমরেশ কুণ্ডু নামে ওই রোগীকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়

ভাঙল জানলা, থানার লকআপ থেকে পালাল চোর! চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : থানার লকআপ থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায় গাড়ি চুরির ঘটনায় ধৃত এক অভিযুক্ত। লকআপের একটি ভাঙা জানলা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানায়। ঘটনায় নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়ে গেছে থানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের নজরদারি নিয়ে। ইতিমধ্যেই পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, এই ঘটনায় কোনও পুলিশ আধিকারিকের গাফিলতি থাকলে হলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার ডাঃ প্রণব কুমার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, টাটা সুমো গাড়ি চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত মনোজ চক্রবর্তীকে বিহার থেকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুরে নিয়ে আসে পুলিশ। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে তাকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয় কোক ওভেন থানায়। কিন্তু পুলিশের হেফাজতে থাকার সময়ই ঘটে যায় এই ঘটনা। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে থানার লকআপের একটি ভাঙা জানলা দিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত মনোজ চক্রবর্তী। বিষয়টি জানাজানি হতেই থানার ভিতরে শুরু হয় তৎপরতা। তবে ততক্ষণে পুলিশের নাগালের বাইরে চলে যায় সে।একটি থানার লকআপে



থানার এই জানলা ভেঙেই পালাল চোর।

থাকা অভিযুক্ত কীভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে গেল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। লকআপের জানলাটি ভাঙা অবস্থায় ছিল কি না, থাকলে কেন তা মেরামত করা হয়নি, কিংবা অভিযুক্তের উপর যথাযথ নজরদারি ছিল কি না, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেফাজতে থাকা একজন ধৃতের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়েছে পুলিশ মহলে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক মনোজ চক্রবর্তীর সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। তাকে পুনরায় গ্রেফতার করতে পুলিশের তরফে বিভিন্নভাবে খোঁজখবর চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি থানার ভিতরে এই ধরনের ঘটনা কীভাবে ঘটল, তার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গাড়িতে প্রেস স্টিকার সেঁটে গাঁজা পাচার



প্রতিবেদন : গাড়িতে প্রেস স্টিকার লাগিয়ে গাঁজা পাচারের চেষ্টা চলছিল। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ তা বাজেয়াপ্ত করেছে। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৬১ কেজি গাঁজা। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু হয়েছে। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুর জল ট্যাঙ্কি মোড় এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি গাড়ি আটক করে পুলিশ। গাড়িটির সামনে প্রেস স্টিকার লাগানো ছিল। তল্লাশি চালাতেই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একের পর এক বস্তা। সেই বস্তা খুলতেই গাঁজা বেরিয়ে আসে। দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম রাসিদুল শেখ এবং নুর হুসেন। রাসিদুলের বয়স ২৩ বছর। তাঁর বাড়ি মালদহের গাজোল থানার রসিকপুর গ্রামে। নুরের বয়স ১৮। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানা এলাকায়। প্রাথমিক অনুমান, ওড়িশা থেকে গাঁজা নিয়ে এসে কয়েক দফায় রুট বদল করে মালদহে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেখানে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির কাছে ওই মাদক পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ধৃতদের। গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, গাড়িতে প্রেস স্টিকার ব্যবহার করে পুলিশের নজর এড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত সিভিক

প্রতিবেদন : জাতীয় সড়কের উপর উল্টে যায় একটি ট্রেলার। দুর্ঘটনার কবলে পড়া সেই ট্রেলার সরাতে আনা হয় দুটি ক্রেন। সেই কাজের তদারকি করছিলেন বিকাশ বর্মন নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ার। তদারকি করার সময় দুই ক্রেনের মাঝে আটকা পড়ে যান তিনি। অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সেই সিভিক ভলান্টিয়ারের। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে নদিয়ার ধুবুলিয়া থানার দুর্গা মণ্ডপ সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ওই ট্রেলারটি উল্টে যায়। ট্রেলারটি বহরমপুর থেকে কলকাতার দিকে আসছিল। রাস্তার ধারে পড়ে ছিল সেই ট্রেলারটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। রাস্তার ধার থেকে ট্রেলারটিকে সরাতে দুটি ক্রেনের বন্দোবস্ত করা হয়। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওই ক্রেন দুটি ট্রেলারটি সরাচ্ছিল। মাঝে দাঁড়িয়ে তদারকি করছিলেন বিকাশ। আচমকাই দুটি ক্রেন কাছাকাছি চলে আসে। মাঝে আটকা পড়ে যান বিকাশ। দুই ক্রেনের মাঝে আটকা পড়ে অসুস্থবোধ করতে শুরু করেন বিকাশ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

বেলদায় দুর্ঘটনা, আহত ২



প্রতিবেদন : দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায়। রবিবার সকালে এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। সংঘর্ষের অভিঘাতে দুটি গাড়িই দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গুরুতর জখম হন দুই গাড়ির চালক। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকালে খড়্গপুর-বালেশ্বর ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওড়িশা থেকে কলকাতাগামী এবং কলকাতা থেকে ওড়িশাগামী দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বেলদা থানার শ্যামপুরা এলাকায়। জানা গিয়েছে, সামনে থাকা একটি বাইককে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়ি দুটি। ঘটনা নজরে আসতে স্থানীয়েরাই প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। জাতীয় সড়কের উপর ওই এলাকায় যান চলাচল সাময়িক ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলদা থানার পুলিশ। গাড়ির ভিতর বেশ কিছুক্ষণ আটকে পড়েছিলেন দুই চালক। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের। পরে পুলিশ ক্রেন এনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বৃষ্টিতে গলছে ভাটার মাটি, ইট তৈরিতে সমস্যা

প্রতিবেদন : নভেম্বরের শুরুতে শীতের আমেজ পড়তে শুরু করলেই জোর কদমে শুরু হয়ে যায় ইটভাটার কাজ। কাঁচা ইটের সারিতে ভরে ওঠে ভাটা। কিন্তু এবারের বৃষ্টির দাপট যেন সব কাজের হিসেব ওলটপালট করে দিয়েছে। আকভানের বৃষ্টিতে বিপুল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইট তৈরির কাজ। বিপুল ক্ষতির মুখে ইটভাটার ব্যবসায়ীরা। প্রসঙ্গত, পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দকুমার, ময়না, কোলাঘাট-সহ নদী তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে কয়েকশো ইটভাটা। এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত বহু মানুষ। শুধু পূর্ব মেদিনীপুর নয়, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এমনকি ঝাড়খণ্ড থেকেও বহু শ্রমিক এই কাজে জেলায় আসেন। বর্ষার সময় কাজকর্ম বন্ধ থাকে। নভেম্বরে আবহাওয়া শুষ্ক হতে শুরু করলেই পুরোদমে উৎপাদন শুরু করেন ভাটা মালিকরা। কিন্তু এবার সব হিসেব নিকেশ ওলটপালট করে দিয়েছে অসময়ের বৃষ্টি। ইটভাটার নতুন মরশুমের শুরুতেই কার্যত মাথায় হাত পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের ইটভাটা মালিকদের। টানা বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হচ্ছে কাঁচা ইট। ব্যাহত হচ্ছে নতুন ইট তৈরির কাজও। তমলুকের একটি ইটভাটাতেই নষ্ট হয়েছে আড়াই লক্ষের বেশি কাঁচা ইট। ফলে মরশুমের শুরুতেই বড় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ইটভাটা মালিকরা। ব্যক্তিগত নির্মাণকাজের পাশাপাশি সরকারি প্রকল্পের বাড়ি তৈরির জন্যও ইটের অর্ডার রয়েছে ভালই। গুণগত মান অনুযায়ী বর্তমানে প্রতি হাজার ইটের দাম প্রায় ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা। ফলে মরশুমের শুরুতে ব্যবসা নিয়ে আশাবাদী ছিলেন মালিকেরা। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টি সেই আশায় কার্যত জল ঢেলেছে। ইটভাটার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কাঁচা ইট তৈরি করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সেই ইট পোড়ানো হয়। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে খোলা জায়গায় সাজিয়ে রাখা কাঁচা ইট ভিজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তমলুকের বিভিন্ন ইটভাটায় পাম্প চালিয়ে জমে থাকা জল বের করার চেষ্টা চলছে, আবার কোথাও কাঁচা ইট বাঁচাতে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাতেও সব রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মালিকরা।

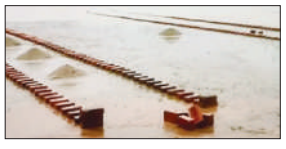

ইতালির শিল্পীর মন পড়ল পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশে!

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ইউরোপের শিল্পচর্চা ছেড়ে পুরুলিয়ার লোকশিল্পের টানে চড়িদায় ইতালির এনরিকা! ছৌ মুখোশের কারুকাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে মুগ্ধ বিদেশিনি।

ইতালির শিল্পচর্চা থেকে এবার টান অনুভব করলেন পুরুলিয়ার মাটির লোকঐতিহ্যের প্রতি। হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে বাঘমুন্ডির চড়িদা মুখোশ গ্রামে এসে হাজির ইতালির শিল্পী এনরিকা। উদ্দেশ্য একটাই—বিশ্বখ্যাত পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ তৈরির শিল্পকলা নিজের হাতে শেখা এবং এই শিল্পের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও কাছ থেকে জানা। পেশায় শিল্পী ও পর্যটক গাইড এনরিকা ইতালিতে পর্যটকদের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখানোর পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বের নানা দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করেন। ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকেই একা ভারতে এসেছেন তিনি। এবার তাঁর শেখার



পাঠশালা পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রাম। এখানকার শিল্পী ভীম সূত্রধরের কাছে হাতে-কলমে শিখছেন ছৌ মুখোশ তৈরির খুঁটিনাটি। মুখোশের সূক্ষ্ম কারুকাজ, রংয়ের ব্যবহার এবং তৈরির প্রতিটি ধাপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তবে শুধু শিল্পের কৌশল শেখাই নয়, ছৌ নাচের ইতিহাস, মুখোশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লোকবিশ্বাস এবং স্থানীয় মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কেও জানছেন তিনি। এনরিকার কথায়, তিনি পেশাদার মুখোশশিল্পী হওয়ার উদ্দেশে এখানে আসেননি। বরং এই শিল্পের সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতাকে নিজের শিল্পচর্চায় কাজে লাগাতে চান। ইতালিতে ফিরে বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা তুলে ধরার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর। তাঁর ইচ্ছা, ইতালির মানুষ জানুক ছৌ মুখোশ কী, ছৌ নাচ কী এবং পুরুলিয়ার শিল্পীরা কত অসাধারণ দক্ষতায় এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বিদেশের মাটিতে বসে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে অনলাইন অনুসন্ধান থেকে শুরু করে এবার সরাসরি শিল্পীদের কাছে এসে শেখা—এনরিকার এই যাত্রা যেন দুই দেশের শিল্পসংস্কৃতির মধ্যে এক অনন্য সেতুবন্ধন তৈরি করল। ভাষা আলাদা, দেশ আলাদা, সংস্কৃতিও আলাদা। কিন্তু শিল্পের আকর্ষণ যে কোনও ভৌগোলিক সীমানা মানে না, চড়িদার মাটিতে ইতালির এনরিকার উপস্থিতি যেন সেই কথাই আরও একবার প্রমাণ করল।

দিল্লি দরবার

23 November, 2026 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খুরশিদ নামে এক চিকিৎসককে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হল যোগীরাজ্যে। জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, অভিযোগ তুলে উত্তরপ্রদেশের এক চিকিৎসককে রাতভর 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' করে রাখা হল

বিজেপির নির্লজ্জ প্রতিহিংসা রাজস্থানের গ্রামে

স্ত্রীর হারের বদলা, রাস্তার আলো খুলে নিলেন বিধায়কের পিএ

জয়পুর : এতটা নিচে নামতে পারে বিজেপি? পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে গিয়ে রাজস্থানে তাদের অদ্ভুত প্রতিহিংসা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে গিয়েছেন স্ত্রী। সেই আক্রোশে গ্রামের রাস্তার আলো খুলিয়ে দিলেন স্বামী। তিনি আবার স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের খুবই ঘনিষ্ঠ এবং আপ্তসহায়কও। এই ঘটনা থেকে একটা বিষয়ই স্পষ্ট, বিজেপিকে, আরও ভালভাবে বললে নিজের স্ত্রীকে ভোট না দেওয়ার শাস্তি দিলেন গ্রামবাসীদের। গ্রামের পর গ্রাম ডুবে গেল অন্ধকারে। বিজেপির এই ন্যক্কারজনক রূপটা বেআব্রু হয়ে গেল রাজস্থানের টোঙ্ক জেলায়। স্তম্ভিত গ্রামবাসীরা। বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে



পড়েছেন তাঁরা। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। লক্ষণীয়, রাজস্থানে সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে মোদি-শাহর দল।

ঠিক কী হয়েছে ঘটনাটা? টোঙ্ক জেলার পিপলু পঞ্চায়েত সমিতির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু গ্রামে বিদ্যুৎ খুঁটিগুলোতে ৫০টিরও বেশি আলো লাগানো হয়েছিল। ওই আসনেই বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন নিওয়াইয়ের বিজেপি বিধায়ক রামসহায় বর্মার আপ্তসহায়ক অলোক শর্মার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মা। কিন্তু জিততে পারেননি। তারপর থেকেই রীতিমতো খেপে উঠেছিলেন তাঁর স্বামী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ফল বের হওয়ার পর থেকেই রাস্তার সমস্ত আলো খুলে ফেলার কাজ শুরু হয়। এবং তা বিধায়ক এবং তাঁর আপ্তসহায়কের নির্দেশেই। এভাবেই প্রতিশোধ নিতে নেমে পড়ে বিজেপি। জয়পুর বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম লিমিটেডের কর্মীরা যখন আলোগুলো খুলে নিচ্ছিলেন তখন তীব্র প্রতিবাদ জানান গ্রামবাসীরা। ডাক দেওয়া হয় প্রতিরোধেরও। শেষপর্যন্ত এগিয়ে আসেন বিজেপিকে হারিয়ে দেওয়া নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা। তাঁদের আশ্বাসে শান্ত হন গ্রামবাসীরা।

বিক্ষোভ পাটনার নয়া সেতুতে

ছেঁড়া হল মোদি, নীতীশের ছবি



পাটনা: প্রধানমন্ত্রী গামছা নেড়ে উদ্বোধনের পরের দিনই রবিবার তুমুল বিক্ষোভ হল বিহারের নীতীশ সেতুতে। বিক্ষোভকারীরা সেতুতে উঠে ছিঁড়ে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, নীতীশ কুমার এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর ছবি-সম্বলিত ফ্লেক্স, পোস্টার। স্লোগানও উঠল তাঁদের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল লালুপ্রসাদের আরজেডি। তাঁদের একরাশ গুরুতর অভিযোগ বিহারের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, শুধুমাত্র প্রচারের লোভে সেতুটির উদ্বোধন করা হল। প্রশ্ন তোলেন, কেন নীতীশ কুমারের নামে এই সেতু? কেন শুধু নামবদলের জন্যই খরচ করা হল কোটি কোটি টাকা? তাঁদের দাবি, এই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা আসলে করেছিলেন তেজস্বী যাদব। সবচেয়ে বড় কথা, দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের নামে সেতুটির নামকরণ করার সিদ্ধান্ত হলেও নাম পরিবর্তন করা হল সেতুটির। পাঞ্জাবের আপ সরকারের মন্ত্রী হরপাল সিং চিমার মন্তব্য, নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক।

লক্ষণীয়,পাটনা-বৈশালীর সংযোগের জন্য গঙ্গার উপরে ৯.৭৬ কিমি সেতুটি তৈরি হয়েছে ১৪ বছর ধরে। আরজেডির প্রশ্ন, নীতীশের রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে, এই বার্তা দিতেই কি সেতুটি তাঁর নামে?

অরুণাচলে সেনা সংঘাত, বৈঠকে ভারত-চিন

নয়াদিল্লি: মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে ফের বৈঠকে বসলেন ভারত এবং চিনের শীর্ষস্থানীয় সেনাকর্তারা। অরুণাচল প্রদেশ ঘিরে ভারত-চিন সীমান্তে বাড়তে থাকা উত্তেজনা প্রশমনে এবার বৈঠকে দুই দেশের কোর কমান্ডাররা। শীতের মরশুম শুরু হওয়ার আগে সীমান্তে টহল দেওয়া দলগুলোর মধ্যে যাতে সংঘাত এড়ানো যায় এবং স্থানীয় স্তরের ছোটখাটো সংঘাতের কারণে যাতে অচলাবস্থা তৈরি না হয়, সেই কথা মাথায় রেখেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডিমাপুরের ৩ কর্পসের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং লেফটেন্যান্ট জেনারেল গিরিশ কালিয়া ভারতের হয়ে এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

সেপ্টেম্বরের পর পূর্ব সেক্টরে এটি ছিল দ্বিতীয় দফার কর্পস কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক। মাসে দুয়েক আগে ওয়াচা-দামাই সীমান্ত বৈঠক কেন্দ্রে দু'দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। আপার সুবানসিরি জেলার তাকসিং এলাকায় উত্তেজনা বাড়তেই বৈঠক হয়। অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বেশ কিছু এলাকায় ভারত-চিনা সেনাদের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা বারবার শিরোনামে এসেছে। এবারের বৈঠকে চিনের এক সামরিক কর্তা উপস্থিত ছিলেন। যেভাবে সীমান্তে দুই দেশের সেনা মোতায়েন হচ্ছে তাতে আসন্ন শীতে দুর্গম অঞ্চলে অভিযান চালানো এবং টিকে থাকার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে দুই দেশ। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও সম্প্রতি সীমান্ত অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করেছেন।

গার্ড অফ অনার, 'ভ্রান্তিবিলাস' যোগীরাজ্যের পুলিশের!

লখনউ: যোগীরাজ্যের পুলিশের ভ্রান্তিবিলাস? নাকি নেপথ্যে অন্য কিছু? সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে অভ্যর্থনার বদলে সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকেই স্যালুটের পর স্যালুট ঠুকে বসল যোগীর পুলিশবাহিনী। শুধু স্যালুট নয়, রীতিমতো গার্ড অফ অনারও দেওয়া হল পুলিশের পক্ষ থেকে। অদ্ভুত ব্যাপার, দাঁড়িয়ে পড়ে দিব্যি স্যালুট এবং গার্ড অফ অনার নিয়েও ফেললেন মিম নেতা। পরে তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে স্বীকার করেছেন, কী কারণে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হল, তা নাকি তিনি নিজেই জানেন না। এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর সার্কিট হাউসে। এই আজব-কাণ্ডের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোলপাড় গোটা রাজ্য। উঠেছে হাসির রোলও। আসলে সাহারানপুর সার্কিট হাউসে আসার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির। সেই কারণে শনিবার অনেক সকালেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল পুলিশবাহিনী। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বাহিনীর সদস্যরা। কিন্তু বিচারপতি আসার আগেই আচমকাই সেখানে পৌঁছে যান ওয়েইসি। সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীরাও। সেই কনভয় দেখেই সেটিকে বিচারপতির



কনভয় এবং তাঁকেই বিচারপতি ভেবে বসে পুলিশ বাহিনীর অফিসাররা। তারপরেই স্যালুট এবং গার্ড অফ অনার। কিন্তু কেন সেখানে গেলেন মিম নেতা? জানা গিয়েছে, তাঁর তো সেখানে যাওয়ার কোনও কথাই ছিল না। নিরাপত্তাকর্মী পরিবেষ্টিত আসাদউদ্দিনকে দেখেই সম্ভবত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল পুলিশ বাহিনী। কারও কারও ব্যাখ্যা, পদস্থ কর্তাদের নির্দেশ তাঁরা পালন করেছেন মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, যাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর আয়োজন করা হচ্ছে, তাঁকে চিনবেন না দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসাররা?

আসল ঘটনা তা হলে কী ঘটেছে? তীব্র সমালোচনার চাপে পড়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এই ঘটনা চাপা দিতে ইতিমধ্যেই যাঁরা সাফাই গাইতে চাইছেন, অদ্ভুত যুক্তি সাজাচ্ছেন, তাঁদের যুক্তির আদৌ কোনও বাস্তবভিত্তি রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা সামনের বছরের শুরুতেই। নির্বাচনী অঙ্কে জোট বেঁধেছে আজাদ সমাজ পার্টি এবং মিম। আজাদ সমাজ পার্টির প্রধান চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ওয়েইসি। সাংবাদিক বৈঠকও করেছিলেন দু'জনে। তাঁর সঙ্গেই মিম নেতা গিয়েছিলেন সার্কিট হাউস পরিদর্শনে। জানা গিয়েছে আগে থেকে কোনও কর্মসূচি ছিল না তাঁর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাথরে ধাক্কা লেগে আগুন লেগে গেল গাড়িতে। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল তিনজনের। রবিবার ভোরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের জুনাগড়ের কাছে খামিধানা গ্রামে। রাস্তার পাশে একটি পাথরে ধাক্কা লাগে গাড়িটির

দেশ বিদেশ

সরকার গঠনে ইজরায়েলে এবার নয়া সমীকরণ

কাছাকাছি আসছেন প্রতিদ্বন্দ্বী নেতানিয়াহু, আইজেনকোট?

তেল আবিব: ইজরায়েলে সরকার গঠনে নয়া সমীকরণ। কাছাকাছি আসছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লিকুদ পার্টি এবং ইয়াশার পার্টি। রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটিয়ে বৃহত্তর জোট সরকার গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে এলেন ইয়াশার পার্টির চেয়ারম্যান গাদি আইজেনকোট। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই উদ্যোগকে সফল করতে তিনি বৈঠকে ডাকছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেয়াহুর লিকুদ পার্টির প্রতিনিধিদের। রবিবারই প্রথম দফার বৈঠকের আয়োজন করার জন্য আইজেনকোট নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর লিকুদ পার্টির পদাধিকারীদের। ইশাহার পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য বৃহত্তম জোট সরকার গঠনের পরে এটি একটি সাহসী সিদ্ধান্ত, আন্তরিক পদক্ষেপ। লক্ষণীয়, আগের রবিবারের বৈঠক অবশ্য ভেঙে গিয়েছিল মাঝপথেই।



ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠনের সদিচ্ছা নিয়ে দু'পক্ষই পরস্পরের দিকে সংশয়ের আঙুল তুলেছিল।

নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি অবশ্য নিঃশর্ত বোঝাপড়ায় নারাজ। ৫টি শর্ত রেখেছে তারা। তাদের মূল শর্ত, প্রস্তাবিত আইনি কর্মসূচি স্থগিত রাখতে হবে আইজেনকোটের জোটকে। তাদের আরও শর্ত, আরব দলগুলোর সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এইসব শর্তে একেবারে মাথা নুইয়ে ফেলেননি আইজেনকোট। সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন, নেতানিয়াহুর সঙ্গে রোটেশন বা পালাবদল পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, লিকুদকে সঙ্গে নিয়ে কোনও সরকার হলে তিনিই হবেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী। ডেমোক্র্যাটস চেয়ারম্যান ইয়ানর গোলানের মন্তব্য, ভুয়ো জোট সরকার ফের ক্ষমতায় থাকার সুযোগ করে দেবে নেতানিয়াহুকে। তাই প্রশ্নই নেই জোটে যাওয়ার।

২৭ অক্টোবর নেসেট নির্বাচনে কোনও জোটই সরকার গঠনের ম্যাজিক ফিগার ৬১ ছুঁতে পারেনি। নেতানিয়াহুর জোটে লিকুদ-সহ দক্ষিণপন্থী এবং অতি রক্ষণশীল জোট পেয়েছিল ৫৩টি আসন। অন্যদিকে আইজেনকোটের চারদলীয় জোট পেয়েছিল ৪৮ আসন। ৪ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ আইজেনকোটকে সরকার গঠনের আহ্বান জানায়। প্রথমে ২৮ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ৬ ডিসেম্বর সময় শেষ হচ্ছে তাঁর। এরমধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে না পারলে প্রেসিডেন্টের ডাকার কথা নেতানিয়াহুকে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য এখন বিকল্প সমীকরণের খোঁজে রাজনৈতিক মহল।

বছরের শেষ সূর্যাস্ত দেখল আলাস্কা একটানা ৬৫ দিন রাতের অন্ধকার

আলাস্কা: ১৮ নভেম্বর বছরের শেষ সূর্যাস্ত দেখল আমেরিকার আলাস্কা। গত বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর পৌনে দুটোয়, মানে ভরদুপুরের আকাশ ঢেকে গেল সন্ধ্যার আবছা নীলচে অন্ধকারে। এরপর একটানা দীর্ঘ ৬৫টি রাত কাটাতে হবে আলাস্কার উত্তর প্রান্তের উতকিয়াগভিকের বাসিন্দাদের। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত—কিছুই দেখা যাবে না এই শহরে। সূর্যোদয় ফের দেখা যাবে ২৩ জানুয়ারি।

কেন এমন হয়? পৃথিবীর অক্ষের ২৩.৫ ডিগ্রিতে হেলে থাকাই এর কারণ। সূর্যকে প্রদক্ষিণের শীতকালে উত্তর গোলার্ধ হেলে থাকে সূর্যের বিপরীত দিকে। ফলে উত্তর মরুবৃত্তের ভেতরের বিস্তীর্ণ এলাকায় সূর্যের আলো সরাসরি পৌঁছায় না। উতকিয়াগভিকের মতো মেরুঘেঁষা এলাকায় সূর্যের দৈনিক পথই তখন চলে যায় দিগন্তের নীচে।



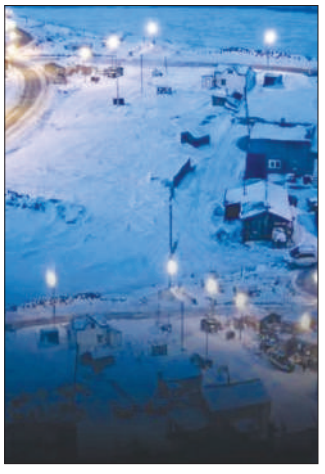

কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ৬৫ রাত মানেই গাঢ় অন্ধকার, তা কিন্তু নয়। দিগন্তের নীচে যখন সূর্য, তখন তার আলোয় একরকম নীলচে আভা পায় দক্ষিণের আকাশ। ২১ ডিসেম্বরের পরে কিন্তু কমে আসে সেই ক্ষীণ আলোর মাত্রাও।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, রাত মানেই কিন্তু এই শহরের ৪২০০ মানুষের জীবন থেমে থাকা নয়। খোলা থাকে স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি সবই। স্বাভাবিক ছন্দেই চলে পারিবারিক, সামাজিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবে অভ্যাসমতোই তীব্র ঠান্ডা, হিমেল হাওয়া, অল্প আলোয় বাড়ির বাইরে বের হওয়ার জন্য চাই কৃত্রিম আলো।

ঠিক উল্টো ছবি গ্রীষ্মকালে। মে থেকে অগাস্টের শুরু পর্যন্ত এখানে সূর্য অস্ত যায় না ৮২ থেকে ৮৪ দিন। ঘড়ির কাঁটায় রাত হলেও চারিদিক ভরে থাকে ঝলমলে আলোয়।

মুজিবের বাড়ি ঘিরে মানবপ্রাচীর লিগের

ঢাকা : আওয়ামি লিগ সমর্থকদের তুমুল বিক্ষোভে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার জন্ম যে বাড়িটিতে সেটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ আওয়ামি লিগের। সেই কারণেই টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার এবং তাঁর বাড়ি রক্ষা করতে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন লিগ সমর্থকরা। লাখো মানুষের জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক বাড়ির বাসিন্দাদের অনুরোধ করা হয়েছে অন্তত ২ জনের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। মুজিবের বাড়ি ঘিরে মানবপ্রাচীর তৈরি করেছে দল। ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রবিবারও একের পর এক অশান্তি ও হিংসাত্মক ঘটনার খবর এসেছে। এদিকে বিএনপির একার পক্ষে যে আওয়ামি লিগকে রুখে দেওয়া সম্ভব নয়, তা বুঝতে পেরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সেই কারণেই জামায়তে ইসলামি, এনসিপি-সহ সমস্ত আওয়ামি লিগ বিরোধী দলগুলিকে বৈঠকে ডেকেছেন তারেক। সোমবার দুপুরে তারেক রহমানের যমুনা অফিসে আলোচনায় বসবেন ওই সব দলের নেতারা।

কাগজে জালিয়াতি বেইমানদের

(প্রথম পাতার পর) অপেক্ষা করুন। তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার জোড়াফুল প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল, আছে এবং থাকবে। সাতদিনের মধ্যে আমি আপনাদের সবাইকে বড় পর্দায় এবং মিডিয়ার সামনে দেখাব, কীভাবে থানার ভিতর থেকে হলফনামা দাখিল করা হয়েছিল। তিনি সংবাদমাধ্যমে এই কথা বলার পর রবিবার তা নিয়ে এফআইআর দায়ের করল দল।

এই নিয়ে সরব হন দলের মুখপাত্র তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। রবিবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল বলেন, এটাতো আমরা বারবার বলছিলাম, এবার আমাদের দলের নেতা শুভাশিস চক্রবর্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই এফিডেভিট বা হলফনামা করতে গিয়ে বিজেপির বি টিম এই চাটন শিবিরকে পুলিশ, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে। কুণাল আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন বলেছিল, যারা জেনুইন তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি বা সদস্য তাঁরা এফিডেভিট জমা দেবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে এফিডেভিট জমা দিয়েছিল। কিন্তু বিজেপির এজেন্ট এই চাটন শিবির তাদের তো কোনও কর্মী, সমর্থক নেই। তাই নানুর থানার পুলিশ অফিসার ও কয়েকজন মিলে জাল সই করে হলফনামা তৈরি করেছে, নোটারির প্রতারণামূলক অপব্যবহার করেছে। তাই অবিলম্বে এদের গ্রেফতার করা উচিত। এরা কিন্তু প্রভাবশালী, তাই এদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করা দরকার বলেও দাবি করেন কুণাল।

প্রতিহিংসার রাজনীতির জেরে ধৃত

(প্রথম পাতার পর) টিটিয়া থেকে গ্রেফতার করে ইটাহার থানার পুলিশ। বিধায়কের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস করার কারণেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রায় এক দশক আগের পুরনো মামলা খুঁচিয়ে তুলে হেনস্থা করা হচ্ছে। বিধায়কের দাবি অনুযায়ী, রবিবার ইটাহারে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সভা হওয়ার কথা ছিল এবং সেই সভার ঘোষণার পর থেকেই এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, যে সময়ের মামলার কথা বলা হচ্ছে, সেই সময় মোজাফফর হোসেন ইটাহারে থাকতেনই না। সাধারণ মানুষ সব বুঝতে পারছেন উল্লেখ করে বিধায়ক জানান, আইনের ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং আদালতে সঠিক বিচার মিলবে। রবিবার আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় মোজাফফর হোসেনকে। গোটা ঘটনাকে ঘিরে আদালত চত্বর ও ইটাহার এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

হামলাকারীরা বিজেপির লোক

(প্রথম পাতার পর) জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার সংস্থানও রয়েছে। শুধু তাই নয়, হামলার জেরে হাসপাতালের কোনও সম্পত্তি নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণও অভিযুক্তের কাছ থেকেই আদায় করা হবে। অর্থাৎ হাসপাতালের ভিতরে ভাঙচুর কিংবা স্বাস্থ্য পরিষেবায় বাধা সৃষ্টি করলে আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি আর্থিক দায়ও নিতে হবে অভিযুক্তকে। অর্থাৎ অভিযুক্তের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই দায় সারতে চলেছে সরকার।

খোলা হাওয়া

23 November, 2026 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার নিমতৌড়ি তমলুক উন্নয়ন সমিতির অমৃত গ্রন্থাগারে 'দিনকাল' পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাহিত্য অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, গান ও কবিতা। পরিচালনায় সম্পাদক নিমাই মাইতি



পঁচিশে 'গুপি বাঘার কাণ্ড'

» ২০০০ সাল নাগাদ আফগানিস্তানে যুদ্ধের সময়, যুদ্ধবিরোধী একটা প্রোডাকশনের কথা ভাবেন কল্যাণ সেন বরাট। তাঁর মনে হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এর কথা। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। ২০০১-এ রবীন্দ্র সদনে তাঁর পরিচালনায় প্রথমবার মঞ্চস্থ হয় 'গুপি বাঘার কাণ্ড'। এ বছর প্রযোজনাটির পঁচিশ বছর। সেই উপলক্ষে 'বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন'-এর উদ্যোগে 'ক্যালকাটা কয়্যার'-এর এই বিশেষ প্রযোজনাটি ১৪ নভেম্বর কলকাতার কলামন্দিরে মঞ্চস্থ হয়। বিভিন্ন বয়সের দর্শকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কল্যাণ সেন বরাট জানালেন, "আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ছোটদের ভাল কিছু শেখানো, দেখানো।" অধ্যাপক গণেশ মুখোপাধ্যায় এর স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছিলেন। নৃত্য পরিচালনায় শম্ভু ভট্টাচার্য, যিনি সত্যজিৎ রায়ের 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে ভূতেদের নাচের নৃত্য পরিচালনা করেছিলেন। ছবির কালজয়ী গানগুলো আজও সবার মনে গেঁথে আছে। সেই গানের জায়গায় অন্য গান তৈরি করাটাই মূল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খুবই কঠিন ছিল এর সুর করার কাজ। শ্রীকান্ত আচার্য প্রথমে গাইতেই চাননি। আসলে ছবির গানগুলো তুমুল জনপ্রিয়, তাই আমাদের এই নৃত্যনাট্যের নতুন গানগুলো গাইতে কেউ সাহস পাচ্ছিলেন না। অবশ্য পরে পুরোটা রেকর্ড হওয়ার পর একটা ভরসার জায়গা তৈরি হয়। যদিও শম্ভু ভট্টাচার্য সাউন্ডট্র্যাক রেকর্ড করে কাজ করার বিরুদ্ধে ছিলেন। ওঁর ইচ্ছা ছিল, প্রযোজনাটি লাইভেই হোক। কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব ছিল না। অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে আমরা দাঁড় করিয়েছিলাম প্রযোজনাটি। সমাদৃত হয়েছে যথেষ্ট। মঞ্চস্থ হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। বিদেশের মাটিতেও পাড়ি দিয়েছে এই প্রযোজনা। দেখতে দেখতে পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেল। এবারেও দর্শকরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

সুরে সুরে বাঁধা আছে

» ১৯ নভেম্বর কলকাতার কলামন্দিরে কিংবদন্তি সুরকার, কবি ও গীতিকার সলিল চৌধুরীর ১০১তম জন্মদিন পালিত হয়। আয়োজনে তাঁর কন্যা ও সঙ্গীতশিল্পী অন্তরা চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সুরধ্বনি', 'সলিল চৌধুরী ফাউন্ডেশন অফ মিউজিক', 'সোশ্যাল হেল্প অ্যান্ড এডুকেশন ট্রাস্ট'। নিবেদনে খুকুমণি। 'সুরে সুরে বাঁধা আছে' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে গান, কবিতা ও কথকতার মাধ্যমে উদযাপন করা হয় সলিল চৌধুরীর বহুমুখী সৃজনশীল প্রতিভাকে। অনুষ্ঠানে বাংলার প্রখ্যাত শিল্পীদের পাশাপাশি নবীন শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গীত পর্বে অংশ নেন মনোময় ভট্টাচার্য, কল্যাণ সেন বরাট ও তাঁর দল 'ক্যালকাটা কয়্যার', সপ্তক ভট্টাচার্য, অন্তরা চৌধুরী ও তাঁর 'সুরধ্বনি'-র শিক্ষার্থীরা, অরিত্র দাশগুপ্ত, মাধুরী দে, দীপান্বিতা চৌধুরী প্রমুখ। আবৃত্তিশিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় সলিল চৌধুরীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করেন। উপস্থাপক দেবাশিস বসুর সঙ্গে সহ-উপস্থাপিকা হিসেবে ছিলেন অন্তরা চৌধুরী। তিনি তাঁর বাবার জীবনের ব্যক্তিগত স্মৃতি, চিত্তাকর্ষক ঘটনা এবং অজানা অনেক গল্প দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ।



মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান



» সম্প্রতি দুবাই ক্রিক পার্কের আল আজিয়াল থিয়েটারে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 'শঙ্কর ঘরানা'-র আনন্দ শঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে দুবাইতে বসবাসরত তাঁদের শিক্ষার্থীরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীনন্দা শঙ্কর, যিনি বর্তমানে শঙ্কর ঘরানার ঐতিহ্যকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হয় 'ফিনিক্স' নামের একটি মিউজিক্যাল ব্যালে। এতে কঠিন সময়ে বিশ্বজনীন মাতৃত্বের আখ্যান এবং সামাজিক, প্রথাগত ও পৌরাণিক বিধিনিষেধ থেকে নারীর মুক্তির গল্প ফুটে ওঠে। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করেছিলেন এষা সেনগুপ্ত। নৃত্য পরিচালনা ও উপস্থাপনায় ছিলেন সোমদত্তা দে মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন অমিত চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ঋষান সেনগুপ্তের। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে একটি স্মৃতিমেদুর সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, যেখানে কণ্ঠশিল্পী ইক্ষিতা মুখোপাধ্যায় বাংলা ও হিন্দি গান পরিবেশন করেন।

বাচিক শিল্প সন্ধ্যা

» বাচিক শিল্পের কর্মকাণ্ড নিয়ে পথচলা 'আত্মজা' আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের। নয় নয় করেও ষোলো বছর হয়ে গেল। সারাবছর অনলাইন ও অফলাইন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন কর্ণধার নিবেদিতা নাগ তহবিলদার। গত ২১ নভেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত হয় সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠান 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে...'। এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যনাট্যের সংকলিত অংশের শ্রুতিদৃশ্যায়ন। পরিবেশনায় ছিলেন নিবেদিতা নাগ তহবিলদার, প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষার্থী এবং অভিনেতা সুব্রতনাথ মুখোপাধ্যায়। সদ্য প্রয়াত কবি কেতকী কুশারী ডাইসনকে শ্রদ্ধা জানানো হয় 'হিম জড়ানো কেতকী' শিরোনামে কবিতা কোলাজের মাধ্যমে। এছাড়াও মনীন্দ্র গুপ্ত এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের শতবর্ষকে স্মরণ করে ছিল বিশেষ পরিবেশনা 'খড়্গবিষাণকল্প'।



'জীবনানন্দ দাশের নির্জন স্বাক্ষর' শিরোনামে পরিবেশিত হয় কবির জীবন ও কর্মজীবনের এক কাব্যচিত্র। এছাড়াও আধুনিক ও উনিশ শতকের কবিরা উঠে আসেন বিভিন্ন কবিতার উচ্চারণে। সদ্য প্রয়াত হয়েছেন নিবেদিতা নাগ তহবিলদারের স্বামী। তাঁর নামাঙ্কিত 'পীযূষকান্তি তহবিলদার স্মৃতি পুরস্কার' তুলে দেওয়া হয় বাচিকশিল্পী জগন্নাথ বসু এবং ঊর্মিমালা বসুর হাতে। সংবর্ধনা প্রদান করা হয় আবহশিল্পী শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আবৃত্তি শোনান স্বর্ণাভ রায় এবং শাশ্বতী গুহ। সমস্ত অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন মধুমিতা বসু। মঞ্চসজ্জা নিরুপম রায়ের, আবহে আশিস ঘোষ। অনুষ্ঠানের ভাবনা ও পরিচালনায় নিবেদিতা নাগ তহবিলদার।

সাহিত্যের আড্ডা



» ১৪ নভেম্বর আন্তর্জাতিক শিশু দিবসকে সামনে রেখে সাহিত্যিক জাহানারা রহমানের বাসভবনে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ সাহিত্যের আড্ডা। কবিতা, গান ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধনে সন্ধ্যাটি হয়ে ওঠে স্মরণীয়। ব্যস্ত জীবনের কর্মক্লান্তি সরিয়ে রেখে সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের এমন এক আন্তরিক মেলবন্ধন নিঃসন্দেহে এক অনন্য প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ জামালউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণা গুহ, করবী দে, আবু তাহের, আবুল বাশার হালদার, অমলেন্দু বিকাশ দাস, সুনীতি পোদ্দার, রীতা মণ্ডল, গোপাল রায়, বেবী দাস প্রমুখ। এই সাহিত্যসভায় আবুল বাশার হালদারের বই 'গাংচিল'-এর আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন জাহানারা রহমান, শেখ জামালউদ্দীন এবং 'সাপ্তাহিক ফুটপাথ' ও 'দৈনিক সবার খবর' পত্রিকার সম্পাদক কিংশুক ভট্টাচার্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



মুস্তাক আলিতে অভিষেকেই ৪ উইকেট নিয়ে রেলকে জেতালেন জামশেদ আলম

মাঠে ময়দানে

23 November, 2026 • Monday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
২৩ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



আরও একবার পরিবর্ত হিসেবে রিয়ালকে জিতিয়ে উল্লাস এস্পির।



ওয়েলিংটন টেস্টের চতুর্থ দিন ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে নিকোলসের দুরন্ত ক্যাচ নিলেন জুরেল।



মেসির হাতে এমএলএসে সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল্ডেন বুট পুরস্কার তুলে দেওয়া হল।



কাব্য মারানের বিয়ের রিসেপসনে ভুবনেশ্বর কুমার। সঙ্গে কাব্যর স্বামী অনিরুদ্ধ।



টেস্টে নবম শতরানের পর ঋষভ পন্থ। অভিনন্দন জানাচ্ছেন ধ্রুব জুরেল।



ওয়েলিংটনে টেস্ট চলাকালীন ছেলের সঙ্গে খুনসুটি টম ব্লান্ডেলের।



আইএসএলে নর্থইস্টকে হারিয়ে উচ্ছ্বাস গোয়ার ফুটবলারদের।



গোড়ালিতে চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচারের পর হ্যারি কেন।

মাঠে ময়দানে
23 November, 2026 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দোহায় রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টে টসের সময় নাটক। ম্যাচ রেফারির ভুল সিদ্ধান্তে প্রশ্ন উঠে গেল



পাঁচে পাঁচ, ডার্বির আগে ফের শীর্ষে মোহনবাগান

মোহনবাগান ২ চার্চিল ব্রাদার্স ১

প্রতিবেদন : ছ'দিন পর আইএসএল ডার্বি। তার আগে গোয়ায় গিয়ে চার্চিল ব্রাদার্সকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল মোহনবাগান। চোটের জন্য আইএসএলের শুরু থেকে খেলতে পারেননি জেমি ম্যাকলারেন। আগের ম্যাচে মিনিট দশেকের মতো পরিবর্ত হিসেবে খেললেও রবিবার ফাতোরদা স্টেডিয়ামে শুরু থেকে খেললেন এবং নিজে গোল না করলেও দুটো গোলের পাস বাড়িয়ে সমর্থকেদের মুখে চওড়া হাসি ফোটালেন অস্ট্রেলীয় তারকা স্ট্রাইকার। বড় ম্যাচের আগে চার্চিলকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফিরছে মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচে হারের পর টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগে বেঙ্গালুরুকে টপকে আবারও শীর্ষে পানাজিওটিস দিলমপেরিসের দল।

তিনটি হলুদ কার্ড দেখে থাকায় এদিন ঝুঁকি নিয়ে প্রথম একাদশে আলবার্তো রডরিগেজকে রাখেননি মোহনবাগান কোচ। কারণ, ম্যাচে আর একটা কার্ড দেখলে ডার্বিতে খেলতে পারতেন না স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক। তাতে মোহনবাগানের জিততে সমস্যা হয়নি। মেহতাব সিং, রাহুল ভেকে, শুভাশিস বোসের মতো ভারতীয়রা রক্ষণ সামাল দেন।

শুরু থেকে আগ্রাসী ফুটবল খেললেও গোল নষ্টের রোগ সারেনি বাগানের। লিস্টন, জেমি, দেজান দ্রাজিচরা সুযোগ নষ্ট করায় গোলের অপেক্ষা বাড়ে দলের। শেষ পর্যন্ত ২৬ মিনিটে মোহনবাগানের প্রথম গোল।



গোলের পর ছাংতেকে ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

দ্রাজিচের ক্রস চলে আসে ম্যাকলারেনের কাছে। তাঁর বাড়ানো বলে ছোট্ট টোকায় বল জালে জড়ান লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে। এরপর চার্চিলের পাল্টা আক্রমণ বেশ কয়েকবার রুখে দিয়ে বাগানের দুর্গ রক্ষা করেন সেই বিশাল কাইথ।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ছাংতে ও লিস্টনকে তুলে নামানো হয় মনবীর সিং ও অনিরুদ্ধ থাপাকে। এই পরিবর্তনে মোহনবাগান আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ৬১ মিনিটে সুপার সাব অনিরুদ্ধ গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। গোলের পাস সেই ম্যাকলারেনের। ৮৫ মিনিটে মনবীরের ভুলে পেনাল্টি থেকে গোল করে চার্চিলের হয়ে ব্যবধান কমান গুটিয়েরেজ। এরপর একাধিকবার গোলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল চার্চিল। কিন্তু মোহনবাগান পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলতে সক্ষম হয়।

লড়াই তিলকের, হার ভারতের

দোহা, ২২ নভেম্বর : না, ব্যাট হাতে মাটি কামড়ে লড়াই করেও দেশকে জেতাতে পারলেন না। কাজে এল না অধিনায়ক তিলক ভার্মার সেঞ্চুরি। ১৪৯ বলে ১০০ রানের সংযত ইনিংস খেলেও রবিবার নায়ক হতে পারলেন না তিনি। এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তান 'এ' দলের কাছে ৪৮ রানে পরাস্ত হল ভারত 'এ'। অর্ধ শতরান তিলককে যোগ্য সঙ্গ দিলেন বাংলার শাহবাজ আহমেদ (৫৬)। একটা সময় ১২৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে রীতিমতো খাদের কিনারায় থাকা ভারতীয় দলকে বের করে নিয়ে আসেন তাঁরা। দু'জনে মিলে মোট ১১২ রানের পার্টনারশীপ করেন। কিন্তু আলি রাজার বলে শাহবাজ আউট হয়ে যাওয়ার পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি ভারত। ৫ বল বাকি থাকতেই গুটিয়ে যায় মেন ইন ব্লু-র ইনিংস।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। ইনিংসের শুরুটা বেশ মারমুখী মেজাজেই করেন দুই পাক ওপেনার শামিল হোসেন (৩৩) এবং মাজ সাদাকাত (৫৯)। পরের দিকে হাসান নাওয়াজ (৭৯) ও ফারহান ইউসাফের (৫৬) ব্যাটের উপর ভর করে ৪৯.২ ওভারে ৩১৩ রান তুলতে সক্ষম হয় পাক দল।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারাতে থাকে ভারত। অভিষেক শর্মা (৭০) কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও, তিনি বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি ক্রিজে। পরে তিলক-শাহবাজ জুটি চেষ্টা করলেও জয়ের দোরগোড়ায় দলকে নিয়ে যেতে পারেননি।



লড়াই করেও দলকে জেতাতে পারলেন না তিলক-শাহবাজ।

আল হুসেইন ম্যাচে হয়তো দলে ক্রিস

প্রতিবেদন : ডার্বিতে চোটে ছিটকে যাওয়া এডমুন্ড লালরিনডিকার পরিবর্ত কে হবেন ইস্টবেঙ্গলে? তা নিয়ে ধোঁয়াশা। তবে বড় ম্যাচের আগে মঙ্গলবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ যুবভারতীতে জর্ডনের আল হুসেইনের বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচ রয়েছে লাল-হলুদের। প্রথম পর্বের ম্যাচে জর্ডনের মাঠে ২-২ ড্র করেছিল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। তবে আগের দুটো ম্যাচে হারায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর নক আউটে খেলার আশা কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। খাতায়-কলমে ক্ষীণ একটা আশা থাকলেও অনেক যদি-কিন্তু রয়েছে। ইস্টবেঙ্গলকে বড় ব্যবধানে শেষ দু'টি ম্যাচে জিততে হবে। আবার বাকি তিনটি দলকে পয়েন্ট নষ্ট করতে হবে।



আল হুসেইন রবিবার যুবভারতীতে অনুশীলন করেছে। ইস্টবেঙ্গল নিউটাউনের মাঠে প্রস্তুতি সারে। আনোয়ার আলি এদিন রিহ্যাব শুরু করেছেন। ডার্বি তো বটেই ডিসেম্বরেও আনোয়ারের ম্যাচে ফেরা কঠিন। এএফসি ম্যাচে বিদেশি ফুটবলার খেলানোয় কোনও বিধিনিষেধ নেই। তাই ঘরের মাঠে আল হুসেইনের বিরুদ্ধে ক্রিস ইকোনমিডিসকে খেলানোর ভাবনা রয়েছে কোচ হাবাসের। রবিবার দলের সঙ্গেই অনুশীলন করেছেন অস্ট্রেলীয় অ্যাটাকার। আল হুসেইনের বিরুদ্ধে এডমুন্ডের বিকল্প হতে পারেন ক্রিস। এদিকে সোমবার ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে ইস্টবেঙ্গল ঘরের মাঠে খেলবে কিকস্টার্ট এফসি-র বিরুদ্ধে।

প্রিমিয়ারে অ্যাডামাস

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে উঠল অ্যাডামাস ইউনাইটেড। রবিবার ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টকে ৪-০ গোলে হারিয়ে প্রথম ডিভিশন লিগে চ্যাম্পিয়ন রঞ্জন ভট্টাচার্যর দল। প্রিমিয়ারে উঠল বিএনআরও। রেল দলটি ৩-০ গোলে জেতে বড়িশা স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে। দু'টি দলেরই পয়েন্ট ও গোল পার্থক্য সমান। লিগে বেশি গোল করায় চ্যাম্পিয়ন অ্যাডামাস। কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, পরের বছর আমরা বড় দলগুলিকে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেব।

রাজ্য টিটি

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে অষ্টম স্টেট এন্ড ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। যেখানে ২৬টি জেলা থেকে বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে মোট ১০৮৪ জন প্যাডলার অংশগ্রহণ করেছে। টিম চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাগুলি হবে ২৪ থেকে ২৬ নভেম্বর এবং সিঙ্গলসের খেলাগুলি হবে ২৬ থেকে ৩০ নভেম্বর।

বরোদার কাছে হেরে চাপে পড়ে গেলেন অভিমন্যুরা



অটোগ্রাফ দিচ্ছেন সূর্য। রবিবার ইডেনে মুম্বইয়ের ম্যাচে। -সিএবি

প্রতিবেদন : এলিটের এ গ্রুপে বাংলার জন্য সবথেকে কঠিন ম্যাচ ছিল রবিবার। জিতলে গ্রুপ শীর্ষ উঠে যাওয়া যেত। কিন্তু বরোদার কাছে হেরে গিয়ে পরিস্থিতি কঠিন করে ফেলেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। অধিনায়ক নিজে ৪৬ বলে ৭৮ রান করেন। দশটি চার ও দুটি ছক্কা। কিন্তু অভিমন্যু পাশে কাউকে পাননি যে বরোদাকে ১৭৩ রানের মধ্যে আটে রাখা যাবে।

বরোদা আগে ব্যাট করতে দিয়েছিল বাংলাকে। কিন্তু প্রথম ওভারেই ওপেনার করণ লালের (০) উইকেট চলে যায়। পাওয়ার প্লে-তে তবু ৬০ করে ফেলেছিল বাংলা। কিন্তু অভিষেক পোড়েল ২৯ করে আউট হয়ে যাওয়ার পর রানের গতি মন্থর হয়ে যায়। সুদীপকুমার ঘরামি (৪) আবার ব্যর্থ হলেন। এরপর শাকির হাবিব গান্ধী ২৬ রান করে ফিরে যান। শাকির বা ২২ নট আউট থাকা ঋষভ চৌধুরি রানের গতি বাড়াতে পারেননি। একমাত্র অভিমন্যু লড়ে গিয়েছেন। অধিনায়ক ক্রুণাল পান্ডিয়া ও শফবান প্যাটেল দুটি করে উইকেট নিয়েছেন।

বরোদা ব্যাট করতে নামার পর প্রথম বলেই মহম্মদ শামি ০ রানে অমিত পাসিকে আউট করে চাপ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এই চাপ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। শিবালিক শর্মা ৩১ ও শাশ্বত রাওয়াত ৫১ রান করে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে টেনে নেন। এরপর জিতেশ শর্মা ৫৪ রান করে বরোদার জয় সুনিশ্চিত করেছেন। তিনিই ম্যাচের সেরা হন। ক্রুণাল করেন ১৭ রান। বাংলার বোলারদের মধ্যে সায়ন ঘোষ ৩৩ রানে ৩টি উইকেট নিয়েছেন। একটি করে উইকেট প্রদীপ্ত প্রামাণিক, মুকেশ কুমার ও শামির।

এই হারে মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্টে চাপে পড়ে গেল বাংলা। ৫ ম্যাচে অভিমন্যুদের পয়েন্ট ১২। বরোদা সবার আগে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে। শীর্ষে থাকা দল ছাড়াও প্রতিটি গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলগুলির মধ্যে তিনটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। সেই লড়াইয়ে বাংলা পিছিয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার অভিমন্যুদের খেলা উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে। এই ম্যাচও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এদিন মুম্বই ৯ উইকেটে হারিয়েছে ছত্তিশগড়কে। অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৮৪ নট আউট। ১৩ ওভারের এই ম্যাচে ব্যাট করতে হয়নি সূর্যকুমার যাদবকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



স্যান্ডপেপারগেট বিতর্কের মাঝেও শেফিল্ড শিল্ড ক্রিকেটে ফিরে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন স্টিভ স্মিথ

মাঠে ময়দানে
23 November, 2026 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in
১৫
২৩ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

বিতর্কে মেসি, বড় হারে বিদায়-আতঙ্ক

মায়ামি, ২২ নভেম্বর : মাঠে লিয়োনেল মেসির বাঁ-পায়ের জাদু দেখতে অভ্যস্ত দর্শকেরা। সেই মেসিই রবিবার এমএলএস কাপ প্লে-অফের ম্যাচে মেজাজ হারিয়ে বিতর্কে জড়ালেন। প্রতিপক্ষ কলম্বাসের এক ফুটবলারের মুখে বল ছুঁড়ে মেরে লাল কার্ড থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন মহাতারকা।



প্রতিপক্ষ ফুটবলারের মুখে বল ছুঁড়ে মারলেন মেসি। মায়ামির ম্যাচে।

প্লে-অফের শেষ ষোলোর ম্যাচে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তের ঘটনা। ম্যাচের শুরুতেই পেনাল্টি থেকে গোল করে কলম্বাসকে এগিয়ে দিয়েছিলেন চিলিয়ান স্ট্রাইকার গঞ্জালো তাপিয়া। ৩৬ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মায়ামির রাইট ব্যাক গঞ্জালো লুহান। দশ জনে হওয়ার পরই মেসিদের দুর্ভোগ শুরু।

বিরতির ঠিক আগেই বড় বিপদ ডেকে আনছিলেন স্বয়ং মেসি। তাঁর পাশেই ছিলেন কলম্বাসের তাপিয়া। তিনি মেসিকে দ্রুত থ্রো-ইন নিতে বাধা দিচ্ছিলেন। মেসি প্রথমে বল ছুঁড়ে তাপিয়ার মুখে ধাক্কা দেন। এরপর তাপিয়া লাফিয়ে থ্রো-ইন আটকে দেওয়ার চেষ্টা করলে মেসি সরাসরি তাঁর মাথায় বল ছুঁড়ে মারেন। আর্জেন্টাইন মহাতারকার এই আচরণ ভালভাবে নেননি রেফারি। মেসি ও তাপিয়া দু'জনকেই হলুদ কার্ড দেখান তিনি। মেসিকে লাল কার্ড দেখালেও অবাক হওয়ার থাকত না।

তবে ম্যাচে শেষ হাসি কলম্বাসেরই। ০-৩ গোলে হার মেসিদের। এই হারে এমএলএস কাপ থেকে বিদায়ের আশঙ্কায় মায়ামি। শেষ আটে যেতে হলে পরের ম্যাচে জিততেই হবে তাদের। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল্ডেন বুট পুরস্কার মেসির হাতে তুলে দেওয়া হয়। গতবারও এই সম্মান পেয়েছিলেন তিনি।

অভিষেকেই নজরে



৪ বলে ৪ উইকেট আলমের

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : মুস্তাক আলি টি ২০ টুর্নামেন্টে নাটকীয় অভিষেক ঘটল রেলওয়েজের জামশেদ আলমের। তিনি সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৪ বলে ৪ উইকেট নিয়েছেন। শেষপর্যন্ত তিনি ৩৮ রানে ৫ উইকেট নেন। সৌরাষ্ট্রের পাঁচ ব্যাটার শূন্য করেছেন। রেল এই ম্যাচে জিতেছে। রবিবার বিদর্ভ বৃষ্টি-বিঘ্নিত ১৩ ওভারের ম্যাচে গুজরাটকে হারিয়েছে। মুম্বই চাপের সঙ্গে শুরু করেও ছত্তিশগড়কে ৯ উইকেটে হারিয়েছে। অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৮৪ নট আউট থেকে দলকে জয়ে পৌঁছে দেন। এদিন কেরালা ১৮ রানে পুদুচেরিকে হারিয়েছে। সঞ্জু স্যামসন ১৭ রান করেন।

থাইল্যান্ডকে উড়িয়ে সেমিফাইনালে ভারত

ভোপাল, ২২ নভেম্বর : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জয়ের ধারা বজায় রাখল ভারতীয় মহিলা হকি দল। রবিবার সন্ধ্যায় টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচে থাইল্যান্ডকে ৭-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিল তারা। সেইসঙ্গে নিশ্চিত হয়ে গেল তাদের সেমিফাইনালের টিকিটও। খেলার শুরু থেকেই বেশ আক্রমণাত্মক মেজাজেই দেখা যায় এশিয়ান গেমসের সোনাজয়ীদের। প্রথম কোয়ার্টারের চতুর্থ মিনিটেই গোল করে ভারতকে এগিয়েদেন নভনীত কৌর। এগিয়ে গিয়ে ব্যবধান বাড়ানোর জন্য প্রতিপক্ষের রক্ষণে একের পর এক আক্রমণ শানাতে থাকেন সালিমা তেতেরা। ফলস্বরূপ, ১০ ও ১১ মিনিটে জোড় গোল করে স্কোরলাইন ৩-০ করেন দীপিকা। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই কিছু সহজ সুযোগ নষ্ট করেন সিওয়ের্ড মারিজনের দল। ২৮ মিনিটে গোল করে ব্যবধান বাড়ান মুমতাজ খান। তৃতীয়ার্ধের শুরুতেই মালয়েশিয়ার জালে বল জড়িয়ে দেন সুনেলিতা তোপ্পো। এরপর খেলা শেষের মিনিট চারেক আগে দলের ষষ্ঠ এবং নিজের তৃতীয় গোল করে হ্যাটট্রিকটি সেরে ফেলেন দীপিকা। ওই একই মিনিটে গোল করে প্রতিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন নভনীত। সুযোগ নষ্ট না করলে এদিন ভারতের মেয়েদের গোল সংখ্যা দশের বেশিও হতে পারত। মঙ্গলবার তাদের পরবর্তী প্রতিপক্ষ হল শক্তিশালী চিন। অন্যদিকে, এদিন নিউজিল্যান্ডরে বিপক্ষে ২-২ ড্র করেছে ভারতের পুরুষ হকি দল। তাদের হয়ে গোলগুলি করেন সঞ্জয় ও সেলভাম কারথি।



আরও একটি গোল। উচ্ছ্বাস ভারতীয় দলের।

রিয়ালের নায়ক এস্পি, পিছিয়েও জিতল বার্সা

রিয়াল মাদ্রিদ ২ সেল্টা ভিগো ১
বার্সেলোনা ৩ ভিয়ারিয়েল ২

মাদ্রিদ, ২২ নভেম্বর : ৬৫ মিনিট পর্যন্ত ০-১ পিছিয়ে থেকেও সেল্টা ভিগোকে ১-২ গোলে হারিয়ে লা লিগার খেতাবি লড়াইয়ে বার্সেলোনার ঘাড়েই থাকল রিয়াল মাদ্রিদ। একই দিনে ঘরের মাঠে ভিয়ারিয়ালের কাছে দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও ৩-২ ব্যবধানে জিতল বার্সা। দুই তারকা কিলিয়ান এমবাপে ও লামিলে ইয়ামাল পেনাল্টি মিস করলেন নিজেদের ম্যাচে। তবু রিয়াল ও বার্সা শেষ হাসি হাসল। ১৩ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল

আবারও পরিবর্ত হিসেবে নেমে রিয়ালকে জিতিয়ে হোসে মোরিনহোর দুশ্চিন্তা দূর করেন সেই কার্লোস এস্পি। ভিনিসিয়াস জুনিয়র জানতেন সেল্টা ভিগোর বক্সে এস্পি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে। বাঁকানো শটে ক্রসটা দিলেন একেবারে নিখুঁত। গোল করেন এস্পি। ম্যাচের তখন ৮৫ মিনিট। চলতি মরশুমে পরিবর্তন হিসেবে নেমেই এটি তাঁর চতুর্থ গোল। প্রতিটি গোলেই রিয়াল জিতেছে। রিয়ালের বোর্ডে নতুন পরিচালক হিসেবে ভিআইপি বক্সে বসে খেলা দেখেন টেনিস কিংবদন্তি।

নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে এই ম্যাচে ফেরেন ভিনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের ৫৭ মিনিটে তিনি নামেন। ভিনি-এমবাপের যুগলবন্দিতেই ৬৬ মিনিটে রিয়ালকে সমতায় ফেরান জুড বেলিংহ্যাম। শেষ লগ্নে এস্পির গোলে জয় পায় রিয়াল। অন্যদিকে, বার্সেলোনা ৭ মিনিটের মধ্যে ০-২ পিছিয়ে পড়ে জেরার্ড মার্টিন ও ফেরমিন লোপেজের গোলে সমতা ফেরায়। আত্মঘাতী গোলে ৩-২ করে বার্সা।





গোলের উচ্ছ্বাস লোপেজের (উপরে)। এস্পিকে ঘিরে গোল-উৎসব।

নাটকীয় ড্র আর্সেনালের

নিউক্যাসল, ২২ নভেম্বর : সেন্ট জেমস মার্কে নাটকীয় লড়াইয়ে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করেছে আর্সেনাল। ম্যাচে ৩৩ মিনিটে এবেরেচি এজের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চাপে পড়ে যায় গানার্স। ৪৯ মিনিটে আর্সেনালের অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডের ভুল পাস থেকে বল পেয়ে হার্ভে বার্নেস গোল করে নিউক্যাসলকে সমতায় ফেরায়। ৬২ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে আর্সেনাল। মালিক থিয়াওয়ের গোলে ২-১ এগিয়ে যায় নিউক্যাসল। গোল শোধ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে মিকেল আর্তেতার দল। ৭৮ মিনিটে ননি মাদুয়েকের মাটি ঘেঁষা শট আর্সেনালকে সমতায় ফেরায়। এই ড্রয়ে ইপিএল টেবলে শীর্ষে থাকা গানারদের সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকা ব্রাইটন এবং ম্যান সিটির ব্যবধান এখন ৬ পয়েন্টের।

সাক্ষাৎকারের সময় সংজ্ঞাহীন পারেদেস



মাঠেই পারেদেসের শুশ্রূষা চিকিৎসকদের।

বারানকিয়া, ২২ নভেম্বর : বোকা জুনিয়র্সের কোপা সুদামেরিকানা জয়ের উৎসবের মধ্যেই ঘটে গেল অঘটন। টিভি সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে ক্যামেরার সামনে লুটিয়ে পড়লেন আর্জেন্টিনার তারকা মিডফিল্ডার লিয়ান্দ্রো পারেদেস। শনিবার কলম্বিয়ার বারানকিয়ায় অ্যাটলেটিকো মিনেইরোকে ২-০ গোলে হারিয়ে বোকা জুনিয়র্সের খেতাব জয়ের পরেই এই ঘটনা ঘটে।

স্টেডিয়ামে এক সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন পারেদেস। সরাসরি টিভিতে সেই সাক্ষাৎকার সম্প্রচার হচ্ছিল। কথা বলার সময় হঠাৎ ক্যামেরার সামনে মাটিতে পড়ে যান লিয়োনেল মেসির প্রাক্তন সতীর্থ। ছুটে আসেন দলের চিকিৎসক এবং আরও অনেকেই। বন্ধ করে দেওয়া হয় সরাসরি সম্প্রচার। শুরু হয় পারেদেসের চিকিৎসা।

কয়েক মিনিট পরেই স্বস্তি ফেরে বোকা শিবিরে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর নিজেকে কিছুটা সামলে নেন পারেদেস। পরে নিজের পায়ে হেঁটেই ড্রেসিংরুমে ফেরেন তিনি। জানা গিয়েছে, ফাইনালে বারানকিয়ার তীব্র গরম এবং বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতার প্রভাব পড়েছিল পারেদেসের শরীরে। বোকা জুনিয়র্সের কোচর রোদোলফো আরুয়াবারেনাও বলেন, প্রথমার্ধের শেষ দিকে ওর মাথা ঘুরছিল। বিরতিতে কিছুটা সুস্থবোধ করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ১০ মিনিট খেলার পরেই বোঝা যায়, ওর সমস্যা হচ্ছে। তাই তুলে নিতে বাধ্য হই।

মাঠে ময়দানে
23 November, 2026 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



ওয়েলিটংনে ডিআরএস নিয়ে নাটক। আকাশের কথা কানেই তুললেন না অধিনায়ক শুভমন

জয়ের দরজায় ভারত, চাই ৮ উইকেট



সেঞ্চুরির পর ব্যাট তুললেন ঋষভ। রবিবার ওয়েলিটংনের বেসিন রিজার্ভ মাঠে।

ওয়েলিংটন, ২২ নভেম্বর : ভারত বেসিন রিজার্ভে হারবে না এটা নিশ্চিত। কিন্তু শুভমনদের জয়ও যে নিশ্চিত সেটাও বলা যাচ্ছে না। তার কারণ এখানকার উইকেট। চতুর্থ দিনেও এই উইকেটের পাশ থেকে পাটা শব্দটা সরানো গেল না। টেস্ট উইকেটের শেষদিকে বল যে ঘোরে সেটাও অনুপস্থিত। ফলে পঞ্চম দিন ভারতীয় বোলাররা নিউজিলান্ডের বাকি ৮ উইকেট তুলে নিতে পারেন, আবার নাও পারেন।

নতুন বলে সিমাররা সামান্য সুবিধা পেয়েছেন। বুমরা যেমন ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই টম লাথামকে তুলে নিয়েছিলেন। লাথামের এই টেস্টে জোড়া শূন্য হয়ে গেল। তাঁদের পরের উইকেট পড়েছে ৬০ রানে। সেটা প্রসিধ কৃষ্ণর উইকেট। হেনরি নিকোলস (৩১) যখন বড় রানের দিকে যাচ্ছিলেন তখনই তাঁকে ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে অসাধারন ক্ষীপ্রতায় ধরে নেন ধ্রুব জুরেল। কিন্তু এরপর আর কোনও উইকেট পড়েনি। ডেভন কনওয়ে ৫৯ ও রাচিন রবীন্দ্র ২৭ রানে নট আউট রয়েছেন। রবিবার খেলার শেষে নিউজিল্যান্ডের রান ২ উইকেটে ১১৯। এখনও তারা ২৩৩ রানে পিছিয়ে আছে। এখন তাদের ম্যাচ বাঁচানোর লড়াই।

মহম্মদ সিরাজকে না খেলানো নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। সেসব পুরনো ব্যাপার, এখন বুমরা, প্রসিধ আকাশ দীপের সামনে সবথেকে বড় কাজ হল কিউইদের বাকি ৮ উইকেট ফেলে দেওয়া। কিন্তু টেস্ট ম্যাচের পঞ্চম দিনে একটা স্বাভাবিক টার্ন উইকেট থেকে মেলে। সেটা নেই। আর চার সিমারে খেলতে গিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট সব রাস্তা বন্ধ করে ফেলেছে। সিরাজকে বাদ দেওয়া নিয়ে যা হয়েছে, রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়ে সেটা হয়নি। অথচ, শেষদিনে জাড্ডুকেই দরকার ছিল। তিনি টার্ন না পেলেও নিখুঁত নিশানায় বল রেখে ব্যাটারদের বিরক্ত করতে পারেন। ওয়াশিংটন সুন্দর সেটা পারছেন না। পারলে চতুর্থ দিনের উইকেটে শুভমন তাঁকে মোটে ৮ ওভার বল দেবেন কেন?

নিউজিল্যান্ড আগে ব্যাট করে ৩৬৮ রান তোলার পরই এই উইকেটের চরিত্র সম্পর্কে একটা আন্দাজ পাওয়া গিয়েছিল। এখানে বোলারদের শুধু অপেক্ষা করে যেতে হবে কখন ব্যাটাররা ভুল করে। এই অপেক্ষা করতে করতেই দিন কাবার হয়ে গেল কিউই বোলারদের। ভারত শেষমেশ যখন ইনিংস ঘোষণা করল তখন বোর্ডে রান ৯ উইকেটে ৭২০ রান। বিদেশের মাটিতে এটাই ভারতের সর্বোচ্চ রান। এর ফলে প্রথম ইনিংসে ৩৫২ রানে পিছিয়ে পড়ে নিউজিল্যান্ড। পরিসংখ্যান বলছে ২০১৬-তে চেন্নাইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে ৭৫৯ রান করেছিল ভারত। এটাই এযাবৎ সর্বোচ্চ টেস্ট স্কোর ভারতের। এর আগে ২০০৯-এ মুম্বইয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারত তুলেছিল ৯ উইকেটে ৭২০ রান। টেস্টে এই নিয়ে পাঁচবার এক ইনিংসে ৭০০-র বেশি রান করল ভারত।

রবিবার ৪৮৬-৪ নিয়ে খেলা শুরু করেছিল ভারত। এদিন শুভমনরা যে ম্যারাথন রানে পৌঁছতে পেরেছিলেন সেটা ঋষভ পন্থের জন্য। আগেরদিন শেষবেলায় আক্রমণাত্মক ব্যাটিক করেছেন দিল্লির এই বাঁহাতি। এদিন অংশুল কম্বোজকে নিয়ে একই মেজাজে চালিয়ে যান। নাইট ওয়াচম্যান কম্বোজ শেষপর্যন্ত ৩৮ রানে ফিরে যান। কিন্তু ঋষভের সঙ্গে জুটি বেঁধে জুরেল কিন্তু একই মেজাজে চালিয়ে খেলেছেন। জুড়েল ৭৯ বলে ৭৮ রান করেছেন। তবে চতুর্থ দিন ভারতকে রানের পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছেন ঋষভ। স্রেফ ১৫৮ বলে তিনি ১২৮ রান করেন। এই রানের পথে তিনি ১০টি বাউন্ডারি ও ৬টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন। করেছেন একাধিক রেকর্ডও।

নিউজিল্যান্ডের বোলারদের মধ্যে সবথেকে করুণ অবস্থা ড্যারেল ডাফির। তিনি ৩৩ ওভারে ২০১ রান দিয়েছেন। গ্লেন ফিলিপস দিয়েছেন ২৪ ওভারে ১৫৪ রান। ভারতীয় বোলিংয়ে জসপ্রীত বুমরা ২৯ ওভারে ৯২ রান দিয়ে ফেলেছেন। প্রসিধ কৃষ্ণ দিয়েছেন ২৬ ওভারে ১০০ রান।

স্কোরবোর্ড :

নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংস ৩৬৮, ভারত প্রথম ইনিংস (গতদিন ৪৮৬-৪), পন্থ ক. স্মিথ ব. রবীন্দ্র ১২৮, কম্বোজ ক. কনওয়ে ব. ফিলিপস ৩৮, জুরেল স্ট্যা. ব্লান্ডেল ব. ফিলিপস ৭৮, ওয়াশিংটন ক. ও ব. রবীন্দ্র ২৪, আকাশ দীপ ক. লাথাম, ব. ফিলিপস ১৩, বুমরা নট আউট ৭, উইকেট পতন : ৫-৫৫৪, ৬-৬২৯, ৭-৬৮৩, ৮-৬৯৬, ৯-৭২০, বোলিং : হেনরি ৩৩-৭-৯৪-১, জেমিসন ৩১-৬-৮৮-১, ডাফি ৩৩-১-২০২-১, স্মিথ ২৯-৪-৮৪-১, ফিলিপস ২৪-০-১৫৪-৩, রবীন্দ্র ১০-০-৪৪-২, মিচেল ৬-০-৩৯-০, নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস : ১১৯-২, লাথাম ক.পন্থ ব. বুমরা ০, কনওয়ে ব্যাটিং ৫৯, নিকোলস ক. জুরেল ব. প্রসিধ ৩১, রবীন্দ্র ব্যাটিং ২৭, উইকেট পতন : ১-০, ২-৬০, বোলিং : বুমরা ৯-১-৩৩-১, আকাশ ১০-২-২৫-০, কম্বোজ ৯-১-২১-০, প্রসিধ ৮-২-২০-১, ওয়াশিংটন ৮-২-১৬-০, পাড়িকাল ১-০-২-০।

যতক্ষণ সম্ভব ব্যাট করতে চাই : রাচিন



রাচিনের সামনে কঠিন লড়াই।

ওয়েলিংটন, ২২ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র মেনে নিলেন প্রথম টেস্টে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা যে দাপট দেখিয়েছেন, তাতে পিছিয়ে পড়েছেন তাঁরা। তবে কিউয়ি তারকা ব্যাটার স্পষ্ট করে দিলেন, সোমবার শেষ দিন ক্রিজে পড়ে থেকে যতটা সম্ভব লম্বা সময় ধরে ব্যাটিং করতে চায় দল। আর ভারতের দরকার আটটি ভাল বল।

চতুর্থ দিনের শেষে নিউজিল্যান্ড এখনও ২৩৩ রানে পিছিয়ে। দিনের শেষে রাচিন বলেছেন, আমরা এখন কিছুটা পিছিয়ে রয়েছি ভারতের চেয়ে। ভারত ভাল ব্যাটিং করেছে। আমাদের লক্ষ্য এখন যতক্ষণ সম্ভব ব্যাট করে যাওয়া। এক-একটা বল ধরে এগিয়ে যেতে চায় নিউজিল্যান্ড। রাচিনের কথায়, ম্যাচ বাঁচানোটা এখন অনেক দূরের লক্ষ্য। তাই আমরা এক-একটা বল ধরে এগোতে চাই। শেষ দিন ৯০ ওভারের খেলা বাকি রয়েছে। বেসিন রিজার্ভের উইকেটের চরিত্র নিয়ে রাচিন বলেছেন, পিচ যথেষ্ট ভাল রয়েছে। নেতিবাচক কিছু দেখছি না। ফিলিপস, নিকোলস, রাহুল, পন্থ সেঞ্চুরি করেছে। এটা হয়তো ওয়েলিংটনের চিরাচরিত পিচের মতো নয়। তবে টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ভাল। তবে মাঠে হয়তো হাওয়া চলবে, পিচে হয়তো বল ঘুরবে।

ছক্কায় সেঞ্চুরিই চেয়েছিলাম :পন্থ

ওয়েলিংটন, ২২ নভেম্বর: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ১৫৩ বলে ১২৮ রানের ইনিংস খেলে নিজের ফিটনেস ও ফর্ম নিয়ে ওঠা সব প্রশ্নের জবাব দিলেন ঋষভ পন্থ। সিরিজ শুরুর আগে চোটের কারণে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে না পারায় ফিটনেস নিয়ে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, রবিবার তা পুরোপুরি দূর করে দিয়েছেন ভারতের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। আর প্রথম ভারতীয় উইকেটকিপার হিসেবে চারটি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াতে টেস্ট সেঞ্চুরি করার অনন্য নজিরও গড়েছেন পন্থ। সেইসঙ্গে ওই চার দেশে টেস্ট শতরান করা ষষ্ঠ ভারতীয় ব্যাটারও হলেন তিনি।

কিউয়িদের মাটিতে নিজের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিটি এক বিশাল এক ছক্কা হাঁকিয়ে পূর্ণ করেছেন পন্থ। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেন যে, নার্ভাস নাইন্টিজে পৌঁছে ছক্কা মেরে শতরান পূর্ণ করার একটি পুরনো অভ্যাস তাঁর রয়েছে। আর এই অভ্যাসের কারণেই অতীতে বহু নিশ্চিত সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেছেন তিনি। তবে ঋষভ জানান, এদিন শতরানের দোরগোড়ায় পৌঁছে তিনি যথেষ্ট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন এবং মিড-অফ এগিয়ে আসতেই সঠিক সুযোগ বুঝে খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই শটটি খেলেন। ছোটবেলায় প্রচুর ছক্কা হাঁকানোর লক্ষ্য থাকলেও বর্তমানে তাঁর মূল নজর নিজের খেলায় ধারাবাহিকতা আনা। তিনি আরও বলেন, নিউজিল্যান্ড এমন একটি জায়গা যেখানে আমি সেঞ্চুরি করার লক্ষ্য ঠিক করে রেখেছিলাম। এখানকার উইকেটে যেখানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, আমি যতটা সম্ভব ক্রিজে টিকে থেকে নিজের ব্যাটিংয়ের ছাপ রাখতে চেয়েছিলাম।

অন্যদিকে, পন্থকে একজন 'অসাধারণ খেলোয়াড় এবং দারুণ মেন্টর' বলে ভূয়সী প্রশংসা করেন ধ্রুব জুরেল। তিনি বলেন, আমি আগেও পন্থের সম্পর্কে অনেকবার বলেছি। ও একজন অসাধারণ খেলোয়াড় এবং দারুণ মেন্টর। দুই ভূমিকাতেই আমি ওকে ভীষণভাবে পছন্দ করি। যতবারই ওর সঙ্গে কথা হয়, ও দারুণ একটা ইতিবাচক শক্তি ছড়িয়ে দেয়। আমাদের দলে ওর মতো একজন ক্রিকেটার থাকাটা সত্যিই দারুণ ব্যাপার। পন্থের ব্যাটিংয়ের ধরনকে আমি মন থেকে শ্রদ্ধা করি। আর ওর মানসিকতা-ভাবনা জানার জন্য সবসময় কৌতূহলী থাকি। যখনই আমাদের কথা হয়, আমি জিজ্ঞেস করি যে ও কীভাবে ব্যাটিংয়ের পরিকল্পনা করেছে।



লাথামকে ফেরানোর পর বুমরাকে ঘিরে উচ্ছ্বাস।